নবীজীর প্রিয় নামায

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে
নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

"হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক শিথিলতা করে থাকি, যা কাম্য নয়। আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত।

এ রিসালাটিতে নামাযের মৌলিক হাদীসগুলো মুখস্থের উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই রিসালাটি মুখস্থ করা উচিত। এতে যেমন নামাযের প্রতি আগ্রহ ও একাগ্রতা বাড়বে, তেমনি প্রচলিত লা-মাযহাবী ও সালাফীদের অপপ্রচার থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।"

শাইখুল ইসলাম
আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা.

"বিভিন্ন অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে কিছু ভায়ের কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে- আমাদের নামায কি কুরআন-সুন্নাহ সম্মত? এ অপপ্রচারের নিঃশব্দ প্রতিবাদ করে স্নেহাস্পদ মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব 'নবীজীর প্রিয় নামায' বইয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ নামাযের সরল বিবরণ দিয়েছেন। প্রতিটি মাসআলার সাথেই ন্যূনতম একটি করে কুরআন-হাদীসের দলিল উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ স্পষ্ট করেছেন যে, হানাফী মাযহাবের নামাযও কুরআন-সুন্নাহ সম্মত এবং মাযহাব কুরআন-হাদীস অনুসরণেরই একটি স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

বইটি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল হওয়াতে সাধারণ পাঠকের জন্য প্রশান্তিকর এবং মাদরাসা-শিক্ষার্থীদের জন্য ও অত্যন্ত উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যেকটি মাসআলায় এক দু'টি করে দলিল মুখস্থ রাখার জন্য বইটি বড় সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।"

মাওলানা আব্দুল মতিন (হাফিযাহুল্লাহ)
সিনিয়র মুহাদ্দিস
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

নবীজীর প্রিয় নামায

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

উস্তায, উলূমুল হাদীস ও দাওয়াহ বিভাগ
দারুল উলূম হাটহাজারী

নবীজী ﷺ-র প্রিয় নামায

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

স্বত্ত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

মাকতাবাতুস সুফ্ফা, বগুড়া, বাংলাদেশ।
০১৮২৯-০১৮২১২

প্রকাশকাল

৩য় সংস্করণ: রবিউস সানী ১৪৪০ হি./ ডিসে. ২০১৮ ঈ.
২য় সংস্করণ: সফর ১৪৩৯ হি./ নভে. ২০১৭ ঈ.
১ম সংস্করণ: রজব ১৪৩৮ হি./ এপ্রিল ২০১৭ ঈ.

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

মূল্য: ১৫০ টাকা

হে আল্লাহ! এই ছোট্ট
আমলটি কবুল করে সবার
উপকারী বানিয়ে দিন। এর
সাওয়াব আমার মারহুম আব্বার
কাছে পৌঁছে দিন। তাঁকে
জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।
আমাকে নবীজী ﷺ এর
মাহাব্বাত, আদর্শ ও প্রিয় নামায
দান করুন। আমীন

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব দা.বা.-এর

(মহাপরিচালক, আলজামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ)

দুআ ও বাণী

আলহামদুলিল্লাহ। আমার শাগরিদ ও জামিআর উস্তায মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব (সাল্লামাহুল্লাহ) দলীলসহ নবীজীর নামাযের পূর্ণ বিবরণ সংকলন করেছেন। রিসালার বিবরণ শুনে গুরুত্বপূর্ণই মনে হয়েছে।

তিনি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে নামাযের বিবরণটি সাজিয়েছেন। হাদীসের সাথে সাথে হুকুমও উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় নামাযের পদ্ধতি সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা দিয়েছেন। সর্বোপরি নামাযের এরূপ বিবরণ আমার ভাল লেগেছে, ইতিপূর্বে এমন কিছু নযরে পড়েনি।

হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক শিথিলতা করে থাকি, যা কাম্য নয়। আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। এ রিসালাটিতে নামাযের মৌলিক হাদীসগুলো মুখস্থের উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই রিসালাটি মুখস্থ করা উচিত। এতে যেমন নামাযের প্রতি আগ্রহ ও একাগ্রতা

বাড়বে, তেমনি প্রচলিত লা-মাযহাবী- সালাফীদের অপপ্রচার থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি রিসালাটি কবুল করে উপকারী বানিয়ে দিন। লেখককে কবুল করুন। দীনের খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত রাখুন। আমীন॥

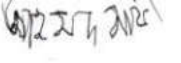

(আহমদ শফী)

মহাপরিচালক, দারুল উলূম হাটহাজারী

৫ শাবান ১৪৩৮হি.

পেশ লফয

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين

নামায নবীজী ﷺ এর প্রিয় ইবাদত। নবীজী ﷺ সাহাবা কেরামকে বলেছেন, 'তোমরা আমার মত নামায পড়'। আমরা স্বচক্ষে নবীজী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখিনি। নবীজীর নামায কেমন ছিলো তা জানার সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো কুরআন-সুন্নাহ, আর কুরআন-সুন্নাহর বাস্তবরূপ হিসেবে সাহাবা কেরামের আমল।

নবীজী ﷺ থেকে নামায সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। স্বীকৃত সত্য হলো, নামাযের মৌলিক বিষয়াবলী এক; এতে না ভিন্নতা রয়েছে না মতভিন্নতার সুযোগ। তবে শাখাগত কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। রয়েছে মতভিন্নতার অবকাশ।

কারণ, হয়তো নবীজী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসই দু'রকম, অথবা হাদীসের বক্তব্য বা প্রামাণ্যতা অস্পষ্ট, একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। আর হাদীসের এই জটিলতার সমাধান শুধু একজন মুজতাহিদ ইমাম করতে পারেন। অন্য ব্যক্তির এ বিষয়ে কথা বলা মানেই নবীজীর আদর্শ ও সুন্নাহকে বিকৃতির পথকে সুগম করা।

হাদীসে জটিলতা ও আমাদের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা ও নবীজী ﷺ এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব স্থির করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা না জানলে 'আহলে যিক্‌র' তথা 'মুজতাহিদের' স্বরণাপন্ন হও। (সূরা: নাহল, আয়াত: ৪৩) তাদের থেকে জেনে আমল করো। বলাবাহুল্য যে, ঘরে ঘরে মুজতাহিদ পাওয়া অসম্ভব। অথচ আমল সবাইকে করতে হবে! তাই নবীজী ﷺ এর সুন্নাহ ও দলিলের আলোকে নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বিধান সংকলন ছিলো যুগের চাহিদা।

এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বড় বড় মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন ইমাম আবূ হানীফা রাহ.। কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য দলিল মন্থন করে সর্বস্বীকৃতভাবে নামাযের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিধান সংকলন করেন। তাঁদের সংকলনে নবীজী ﷺ এর নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিধান ও রূপ ফুটে ওঠে। যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও হাফিযুল হাদীস ইমামগণ এ সংকলনকে সমর্থন করেন এবং তদনুযায়ী ফাতওয়া দেন ।

অদ্যাবধি ভারতীয় উপমহাদেশসহ ইসলামী দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান সেভাবেই আমল করে আসছেন। যুগ যুগ ধরে গবেষণা ও পর্যালোচনা হওয়া সত্ত্বেও আজও তা দীপ্তোজ্জল; কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হিসেবেই স্বীকৃত।

নামাযের বিবরণ আরো অনেক ইমাম লিপিবদ্ধ করেছেন। পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। যাতে রয়েছে কিছু ভিন্নতা ও মতভিন্নতা।

বিভিন্ন পদ্ধতি ও আমাদের করণীয়

বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? নবীজী ﷺ তাও শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেমন, নবীজী ﷺ মদীনায় আযান শিক্ষা দিয়েছেন এক রকম, মক্কায় আবূ মাহযূরা রা.কেও তিনি আযান শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তার আযান ছিলো ভিন্ন রকম। তাহলে আযানের দুই পদ্ধতি হলো। কিন্তু নবীজী ﷺ কখনোই এ কথা বলেননি, সকল মসজিদের আযান এক রকম হতে হবে; বা একই মসজিদে উভয় পদ্ধতিতেই আযান হতে হবে। সর্বোপরি নবীজী ﷺ মক্কার আযান মদীনায় চালু করেননি। এমনিভাবে মদীনার আযান মক্কায় চালু করেননি। সুতরাং উভয়টিকে আপন স্থানে সচল ও বাকী রাখাই হলো নববী আদর্শ ও নবীজীর সুন্নাহ।

অনুরূপ নবীজী ﷺ এর সুন্নাহর দাবী হলো, মদীনার নামায মদীনায়, মক্কার নামায মক্কায় এবং কূফার নামায কূফায় বলবৎ রাখা। কারণ সবগুলোই নববী নামাযের পদ্ধতি। (আলমুহাল্লা ৩/১৯৫) এভাবেই রেখে গেছেন পর্যায়ক্রমে চার খলীফা।

আমরা জানি, হযরত আবূ হানীফা রাহ. এর উক্ত বোর্ড কর্তৃক নবীজী ﷺ এর নামাযের সংকলন আমাদের মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত, যা বহাল রাখাই নবীজী ﷺ এর আদর্শ ও সুন্নাহর দাবি। বর্তমানে সব পদ্ধতির সমন্বয় করা, অথবা নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করে অন্যগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা মানেই, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সুন্নাহর বিরোধিতা করা।

শাখাগত বিষয়ে বিভিন্নতা দোষণীয় নয়। মূলত তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার বিভিন্ন শাখা-পথ। আল্লাহ তাআলা নিজেই

বলেছেন, *আমার প্রতি আগ্রহীকে আমি বিভিন্ন শাখা-পথ দেখাবো।* (সূরা: আনকাবূত, আয়াত: ৬৯) তবে মানুষ একই সময়ে দু'পথে চলতে অপারগ। বাধ্য হয়ে তাকে একটি পথ নির্বাচন করতে হয়। এটাই বাস্তবতা। অনুরূপ নামাযের ক্ষেত্রেও একটি পদ্ধতিকে নির্বাচন করে নিতে হবে। আর আমরা যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করি তা দলীল-প্রমাণের দিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রিয় মুসলিম ভাই,

এই পদ্ধতিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসহ সংক্ষেপে আপনার সামনে পেশ করছি। বিস্তারিত দলিল ও বিধানের স্তরবিন্যাস জানার জন্য **"কুরআন সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায"**সহ সংশ্লিষ্ট কিতাব পড়ার অনুরোধ থাকলো।

যদি কেউ আপনাকে সংকলিত ভিন্ন পদ্ধতি দিতে চায়, তাকে বিনয়ের সাথে বলুন, আমার কাছেও একটি সংকলিত পদ্ধতি রয়েছে, দলিলও রয়েছে। তাই মক্কার আযান মক্কায় রাখুন, যেমনটি নবীজী ﷺ রেখেছেন। বেশি কৌতূহল থাকলে বিজ্ঞ আলেমের কাছে গিয়ে মীমাংসা করে আসুন। **বিশৃঙ্খলা নয়, কল্যাণকামিতাই দ্বীন।**

সালামান্তে
আপনার দ্বীনীভাই
আবদুল্লাহ নাজীব
দারুল উলূম হাটহাজারী
৮ রজব, ১৪৩৮ হিজরী

সূচীপত্র

দুআ ও বাণী.....৬
পেশ লফয.....৮
হাদীসে জটিলতা ও আমাদের দায়িত্ব.....৯
বিভিন্ন পদ্ধতি ও আমাদের করণীয়.....১০
নবীজী ﷺ এর ফরজ নামায.....**১৫**
পবিত্রতা.....২২
নামাযের সময়.....২৫
কিয়াম.....৪৫
খুশু-খুযূ.....৪৮
তাহরীমা.....৫১
কিরাআত.....৫৬
রুকূ.....৭২
সেজদা.....৮০
দ্বিতীয় রাকআত.....৮৯
তাশাহ্হুদ.....৯১
তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত.....৯৭
সালাম.....১০০
সেজদায়ে সাহু.....**১০২**
ছুটে যাওয়া রাকআত.....**১০৭**
কাযা নামায.....**১১১**
সফরকালীন নামায.....**১১৪**
অসুস্থকালীন নামায.....**১২২**
মহিলার নামায.....**১২৪**
সুনানে রাতিবা.....**১২৮**
তাহাজ্জুদের নামায.....**১৩৪**
বিতিরের নামায.....**১৩৬**

জুমআর নামায **১৪২**
ঈদের নামায **১৪৯**
অন্যান্য নামায **১৫২**
ইসতিখারার নামায ১৫২
সালাতুল হাজাহ: ১৫৩
সালাতুত তাসবীহ: ১৫৪
তাওবার নামায: ১৫৫
সূর্যগ্রহণ/চন্দ্রগ্রহণের নামায: ১৫৬
ইসতিসকার নামায: ১৫৭
ইশরাক ও চাশতের নামায: ১৫৮
চাশত: ১৫৯
তাহিয়্যার নামায: ১৬০
জানাযার নামায **১৬১**
জ্ঞাতব্য: **১৭৭**

قال الله تعالى :

النساء : ١٠٣

নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর ফরয, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩)

নবীজী ﷺ এর ফরজ নামায

আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে নবীজী ﷺ-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিয়েছেন।[১] তিনি প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর উপর ফরজ করেছেন।[২] ঈমানের পরেই নামাযের কথা

---

[১] «فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ».

"মিরাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিলো। এরপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর বলা হলো, হে মুহাম্মাদ! আমার কথার কোনো রদ বদল হয় না। আপনার জন্যে এই পাঁচ ওয়াক্তের ছাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২১৩); দ্র. সহীহ বুখারী (৩৮৮৭), সহীহ মুসলিম (১৬২)।

[২] ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর সময়াবদ্ধ ফরয।"

-সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

→

বলেছেন।[১]

নির্দেশ দিয়েছেন নামাযের প্রতি যত্নবান হতে,[২] নামাযের মাধ্যমে সাহায্য নিতে।[৩] নামাযে অলসতা ও শিথিলতার নিন্দা করেছেন।[৪] নামায না পড়লে শাস্তির কথাও বলেছেন।[১]

←

"তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩।

[১] ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾

"যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ৩।

[২] ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

"তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হয়ে দাঁড়াও।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ২৩৮।

[৩] ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

-সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩

[৪] ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

→

এরশাদ করেছেন, 'নামায অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[২]

←

"নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। আর যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য, আসলে তারা অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে।"

-সূরা নিসা আয়াত: ১৪২।

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾

"ধ্বংস হোক সে নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে। যারা মানুষকে দেখায়।"

-সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৬।

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [১]

"(তাদেরকে বলা হবে) কোন্ কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করল? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের মধ্যে ছিলাম না।"

-সূরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত: ৪২-৪৩।

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [২]

"এবং আপনি নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বাধা দেয়।"

-সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫।

নবীজী ﷺ নামাযের অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন।[১] বলেছেন, নামায ইসলামের ভিত্তি।[২] এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী।[৩]

---

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এর সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।"

-সহীহ বুখারী (৮), সহীহ মুসলিম (১৬)

[২] «أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ: فَالْإِسْلَامُ، فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ، وَأَمَّا عَمُودُهُ: فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ: فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

"আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (দীনের) মূল, এর খুঁটি ও এর সর্বোচ্চ চূড়া জানাবো না? এই বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম গ্রহণ করলো সে নিরাপদ হলো। এর খুঁটি হলো নামায। আর এর সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২২০৬৮), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩০৯৫১)।

[৩] «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»

→

কেউ মুসলমান হলে সর্বপ্রথম তাকে নামায শিক্ষা দিতেন।[১] নবীজী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামাযের হিসাব ঠিক হলে অন্যান্য আমলও ঠিক বলে গণ্য হবে।[২]

←

"ব্যক্তির কুফুর-শিরকের মাঝে পার্থক্যকারী হলো নামায ছেড়ে দেওয়া।"

-সহীহ মুসলিম (৮২), সুনানে আবূ দাউদ (৪৬৭৮)

[১] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ كَانَ أَوَّلُ مَا يُعَلِّمُنَا الصَّلاةَ أَوْ قَالَ: عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ».

"কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রথমে নামায শিখাতেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে প্রথমে নামায শিখাতেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে বাযযার (২৭৬৫), আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী (৮১৮৬)।

[২] «أَوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الصَّلاةُ فإنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سائِرُ عَمَلِهِ وإنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سائِرُ عَمَلِه».

"কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে প্রথম হিসাব নেয়া হবে নামাযের। যার নামায ঠিক থাকবে তার সব আমল ঠিক থাকবে। যার নামায ঠিক থাকবে না তার অন্য সব আমলও ঠিক থাকবে না।"

→

তিনি নামাযের উৎসাহ দিয়েছেন; বর্ণনা করেছেন নামাযের বহু ফজীলত।

গুরত্বের প্রতি লক্ষ্য করে নবীজী ﷺ ছোট বাচ্চাদেরকে নামাযের প্রতি উৎসাহ দিতে বলেছেন।[১] নবীজী ﷺ এর শেষ কথাও ছিলো নামায।[২]

←

-(হাদীস হাসান) আলমুজামুল আওসাত-তাবারানী (১৮৫৯), আল-মুখতারা (২৫৭৮)।

[১] «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ».

"সাত বছর বয়সে থাকা অবস্থায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামায শিখাও। আর দশ বছর বয়সে নামাযের জন্যে তাদেরকে প্রহার কর।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৪৯৫, ৪৯৪); দ্র. মুসনাদে আহমাদ (৬৬৮৯, ৬৭৫৬)।

[২] «كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিলো: নামায! নামায! তোমাদের অধীনে যারা রয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৫১৫৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (২৬৯৮)।

নবীজী ﷺ পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমরা আমার মতো নামায পড়ো।'[১]

---

১ «عن مَالِكٍ ﷺ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً... قَالَ ﷺ : «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوْا فِيْهِمْ...وصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

"হযরত মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী কিছু যুবক রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাযির হয়ে বিশ দিন অতিবাহিত করলাম।... (আমাদের পূনরায় বাড়ীতে প্রস্থানের সময়) নবীজী ﷺ বললেন, তোমরা বাড়ীতে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে নামায প্রতিষ্ঠা করো যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ।"

-সহীহ বুখারী (৬৩১), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৩১)।

হাদীসটি আক্ষরিক অর্থে অনেক ব্যাপক হলেও অন্যান্য হাদীস ও দলীলের কারণে মর্ম ও নির্দেশনার দিক থেকে এতো ব্যাপক নয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. বলেন,

قَوْلُهُ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ ﷺ فِي صَلَاتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ.

→

পবিত্রতা

নবীজী ﷺ নামাযের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করতেন।[১] নামাযের জন্য নতুন অযু করতেন, কখনো এক অযু দিয়েও কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন।[২]

←

-সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৩১)

[১] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করবে। আর যদি তোমরা 'জুনুবী' হও তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন (গোসল) করবে।"

-সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬।

قال رَسُولَ اللهُ ﷺ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ».

"পবিত্রতা ছাড়া কোনো নামায কবুল হয় না এবং খেয়ানতের সম্পদ থেকে কোনো দান কবুল হয় না।"

-সহীহ মুসলিম (২২৪) সুনানে তিরমিযী (১)।

[২] «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

→

পবিত্র কাপড় পরিধান করতেন।[১] শরীরে বা কাপড়ে নাপাকি থাকলে তা পবিত্র করতেন এবং অন্যদেরকেও পবিত্র করতে বলতেন।[২] নামাযের উপযোগী পবিত্র স্থানে দাঁড়াতেন।[১]

←

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের জন্যে অযু করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের বছর তিনি এক অযুতে সকল নামায আদায় করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৬১), সহীহ মুসলিম (২৭৭), সুনানে আবূ দাউদ (১৭২)।

قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করো তখন পরিপূর্ণভাবে অযূ কর।"

-সহীহ বুখারী (৬২৫১) সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

[১] ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾﴿خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"তুমি তোমার কাপড় পবিত্র কর।"

"প্রতি নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ কর।"

-সূরা মুদ্দাছিছর, আয়াত: ৪; সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১

[২] قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».

→

কখনো সরেযমীনে নামায পড়তেন; কখনো জায়নামাযে।[২]

←

"কেউ যখন মসজিদে আসে সে যেন খেয়াল করে। যদি তার জুতায় ময়লা বা নাপাকি কিছু দেখতে পায় তাহলে সে যেন তা মুছে নেয় এবং সেগুলো নিয়েই নামায পড়ে।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৬৫০), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৮৫)।

[১] ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

"আর স্মরণ করো যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে বায়তুল্লাহর স্থানকে নির্ধারণ করলাম এবং বললাম, আমার সাথে কোনো শরীক স্থির করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে, নামাযে দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সেজদা করে।"

-সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৬।

«الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».

"ইস্তিঞ্জাখানা ও কবরস্থান ছাড়া যমীন পুরোটাই নামাযের স্থান।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩১৭), সুনানে আবূ দাউদ (৪৯২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৭৯১)।

[২] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ».

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করে তাঁকে একটি চাটাইয়ে নামাযরত

→

নামাযের সময়

আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করে নবীজীকে ﷺ নামাযের সময় শিক্ষা দিয়েছেন।[১]

←
পেলেন। তিনি তার উপর সেজদা করছিলেন।"

-সহীহ মুসলিম (৬৬১), দ্র. সহীহ বুখারী (৭৩০), সহীহ মুসলিম (৬৫৮)।

«وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ে নামায পড়তেন।"

-সহীহ মুসলিম (৬৬০ "২৭০"), মুসনাদে আহমাদ (২৬১১১)।

[১] قال رسول الله ﷺ:«أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ وفي رواية للنسائي: يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরীল বাইতুল্লাহর কাছে আমার নামাযের ইমামতি করেছেন দুইবার। নাসাঈ-র এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তাকে নামাযের সময় শিখাচ্ছিলেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৩৩২২), সুনানে আবূ দাউদ (৩৯৩), সুনানে নাসাঈ (৫১৩); দ্র. সুনানে তিরমিযী (১৪৯), শরহু মাআনিল আছার, ১/১১১।

নবীজী ﷺ নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করতেন।[১] তিনি সাহাবা কেরামকে মৌখিক ও আমলের মাধ্যমে নামাযের সময় শিক্ষা দিয়েছেন।[২]

---

[১] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ».

"আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নামায সময়মত আদায় করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৩০১০); দ্র. সহীহ বুখারী (১৬৮২), সহীহ মুসলিম (১২৮৯), শরহু মাআনিল আছার, ১/১২২।

[২] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিটি নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ রয়েছে।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৭১৭২) সুনানে তিরমিযী (১৫১) শরহু মাআনিল আছার ১/১১৩, আলমুহাল্লা ৩/১৩৯।

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى العَصْرَ –وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ– ثُمَّ أَمَرَهُ بِالمغْرِبِ حِينَ وَقَعَ جَانِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الغَدِ فَنَوَّرَ بِالفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعَصْرِ فَأَقَامَ، وَالشَّمْسُ

→

←

آخِرُ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ»؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَوَاقِيتُ الصَّلاَةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ».

"নবীজী ﷺ 'র কাছে এক ব্যক্তি এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইলো। নবীজী ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ তুমি আমাদের সাথে নামাযে দাঁড়াও। পরে নবীজী ﷺ বেলাল রা.কে ইকামাতের নির্দেশ দিলেন এবং সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে সাথে ফজরের নামায পড়লেন। সূর্য হেলে পড়ার সাথে সাথে তিনি বেলাল রা.কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং যোহর নামায পড়লেন। তিনি আবার বেলাল রা.-কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং আসরের নামায পড়লেন, সূর্য তখনও আকাশে উজ্জ্বল। যখন সূর্য অস্তমিত হলো তিনি বেলাল রা.-কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন। আর এশার নির্দেশ দিলেন যখন শাফাক (দিগন্ত লালিমার পরের সাদা রেখা) মিলিয়ে গেলো। পরদিন তিনি বেলাল রা.-কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন। খুব ফর্সা হওয়ার পর ফজর নামায পড়লেন। সূর্যের প্রখর তেজ প্রশমিত ও খুবই শীতল হলে তিনি যোহর নামাযের নির্দেশ দিলেন। আসর নামাযের ইকামতের নির্দেশ দিলেন তখন; যখন আগের দিনের তুলনায় সূর্য আরও নেমে গেছে। পরে তিনি মাগরিব নামাযের ইকামতের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি নামাযকে বিলম্বিত করলেন লালিমা হারিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে। এরপর তিনি এশার নামাযের ইকামতের নির্দেশ দিলেন, আর ইশার নামায পড়লেন যখন রাতের এক

→

ফজরের সময় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।[১] নবীজী ﷺ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো নামায পড়তেন না।[২] সাধারণত ফজরের নামায দীর্ঘ করতেন এবং অনেক ফর্সায় শেষ করতেন।[৩] রামাদান মাসে

←

তৃতীয়াংশ চলে গেছে। এরপর বললেন, কোথায় নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী? লোকটি বললো, এই যে আমি। তিনি বললেন, এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাযের ওয়াক্ত।

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৫২); দ্র. সহীহ মুসলিম (৬১৪), সুনানে নাসাঈ (৫২৩)।

১ «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ».

"যদি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কেউ এক রাকআত পায় তাহলেও সে ফজর নামায পেলো।"

-সহীহ বুখারী (৫৭৯), সহীহ মুসলিম (৬০৮)।

২ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».

"সুবহে সাদিকের উন্মেষের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত কিরাআতবিশিষ্ট দুই রাকআত নামায পড়তেন।"

-সহীহ মুসলিম (৭২৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৫৮৭)।

৩ «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ».

"তোমরা চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করবে। কেননা এতে

→

সুবহে সাদিকের কিছুক্ষণ পরেই নামায শুরু করতেন।[১]

←

রয়েছে বিরাট ছাওয়াব।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৫৪); দ্র. মুসনাদে আহমাদ (১৫৮১৯), সুনানে আবূ দাউদ (৪২৪)।

قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: «صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالْبَقَرَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا اسْتَشْرَفُوا الشَّمْسَ فَقَالُوا: «طَلَعَتْ»، فَقَالَ: لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ».

"সায়েব ইবন ইয়াযিদ বলেন, আমি উমার রা. এর পেছনে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি নামাযে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছেন। যখন সবাই সালাম ফেরালো তখন সূর্যকে উতিদপ্রায় অবস্থায় পেলো। তারা বললো, উদিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যদি উদিত হতো তাহলে আমাদেরকে গাফেল পেতো না।"

-(সহীহ) শরহু মাআনিল আছার ১/১৩৩, যাদুল মাআদ ১/২০৮।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﷺ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً».

"আনাস রা. থেকে বর্ণিত। যায়েদ বিন ছাবেত রা. তার কাছে বর্ণনা করেছেন, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী

→

যোহরের সময় 'যাওয়ালে শাম্‌স' তথা সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।[১]

←

খেলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, সেহরী ও নামাযের মধ্যকার ব্যবধান কতক্ষণের? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত তেলাওয়াত পরিমাণ সময়।"

-সহীহ বুখারী (৫৭৫), সহীহ মুসলিম (১০৯৭)।

[১] عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

"আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মুয়াযযিন যোহরের জন্যে আযান দিতে চাইলো। তিনি তাকে বললেন, গরম কমতে দাও। এরপর আবার মুয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলো। নবীজী তাকে বললেন, *ঠান্ডা* হোক। এরপর আবার সে আযান দিতে চাইলো। তিনি তাকে বললেন, ঠণ্ডা হোক। একসময় ছায়া পাহাড়ের টিলার বরাবর হলো। (এমনটি সাধারণত বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হলে হয়ে থাকে) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তাপের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ।"

-সহীহ বুখারী (৫৩৯), মুয়াত্তা মালেক (৩৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২০৪১)।

→

নবীজী ﷺ সাধারণত রোদ প্রখর থাকলে (গ্রীষ্মকালে) নামায বিলম্বে আদায় করতেন, অন্যথায় (শীতকালে) দ্রুত শুরু করতেন।[১]

আছরের সময় যোহরের শেষ সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।[২]

←

«عَنْ أَبِي هريرة ﷺ قال: صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ»

-(সহীহ) মুআত্তা (৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২০৪১)

এ হাদীসগুলো থেকে যোহরের শেষ দু'মিসিল হওয়া প্রতীয়মান হয়। তবে অন্য হাদীসে এক মিসিলের কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাই সতর্কতা হলো, এক মিসিল অন্তর্বর্তী যোহর নামায আদায় করা। আর ওযরবশত দু'মিসিলেও আদায় করা যাবে।

১ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে ঠান্ডা করে নামায পড়তেন। আর শীতকালে দ্রুত নামায পড়তেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৪৯৯), সহীহ বুখারী (৫৩৬, ৯০৬), সহীহ মুসলিম (৬১৫, ৬১৬, ৬১৭)।

২ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যে আসরের এক রাকআত নামায পাবে সে আসর

→

নবীজী ﷺ সাধারণত আছরের নামায একটু বিলম্বে শুরু করতেন।[১]

মাগরিবের সময় সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের 'দিগন্ত-লালিমা' বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত।[২]

নবীজী ﷺ সাধারণত সূর্যাস্তের পর-পরই মাগরিবের নামায আদায় করতেন।[৩]

←

নামায পেলো।"

-সহীহ বুখারী (৫৭৯), সহীহ মুসলিম (৬০৮)।

[১] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের চেয়ে দ্রুত যোহর আদায় করতেন আর তোমরা তাঁর চেয়ে দ্রুত আসর নামায আদায় করছো।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৬১, ১৬২), মুসনাদে আহমাদ (২৬৪৭৮)।

[২] সুনানে তিরমিযী (১৫২), সহীহ মুসলিম (৬১৪), সুনানে নাসাঈ (৫২৩)।

[৩] «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»

-সহীহ মুসলিম (৬৩৬), সহীহ বুখারী (৫৬১),সুনানে তিরমিযী (১৬৪),সুনানে আবু দাউদ (৪১৭)।

এশার সময় মাগরিবের শেষ সময় থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত।[১] নবীজী ﷺ একটু দেরিতে এশার নামায পড়া পছন্দ করতেন। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো পছন্দ করতেন না। এশার পর অহেতুক কথা-বার্তা অপছন্দ করতেন।[২]

---

[১] «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى».

"ঘুমে কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি হলো সে ব্যক্তির, যে এক ওয়াক্ত নামায না পড়ে এত বিলম্ব করে যে, অন্য নামাযের সময় হয়ে যায়।" (এশার নামায এত বিলম্বে পড়ে যে ফজরের সময় হয়ে যায়)

-সহীহ মুসলিম (৬৮১), সুনানে আবূ দাউদ (৪৪১)।

كَتَبَ عُمَرُ ﷺ إِلَى أَبِي مُوسَى: «وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ، وَلَا تَغْفُلْهَا».

"উমার রা. আবু মূসা রা. এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলেন, এশার নামায পড় রাতের যে সময়ে ইচ্ছা, তবে নামায সম্পর্কে গাফেল হয়ো না।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩২৫০), শরহু মাআনিল আছার, ১/১১৮।

[২] «كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশা নামায বিলম্ব করে পড়তেন। তিনি নামাযের পূর্বে ঘুম আর পরে অহেতুক কথা-বার্তা অপছন্দ করতেন।"

→

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দিনের নামায তথা ফজর, যোহর ও আছর তাড়াতাড়ি শুরু করতেন। রাতের নামায তথা মাগরিব ও এশা একটু বিলম্বে পড়তেন।[১] ফজর ও আছর নামাযের পর সাধারণত কোনো নফল বা সুন্নাত পড়তেন না।[২] সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরে নামায পড়তে নিষেধ করতেন।[৩]

←

-সহীহ বুখারী (৫৬৮), সহীহ মুসলিম (৬৪৭)।

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجِّلُوا صَلَاةَ النَّهَارِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মেঘাচ্ছন্ন দিনে তোমরা দিনের নামাযগুলো দ্রুত পড় আর মাগরিবকে বিলম্ব করে পড়।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৩৪৬), মারাসিলু আবি দাউদ (১৩): সনদটি মুরসাল।

[২] «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

"নবীজী আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ে এবং ফজর নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"

-সহীহ মুসলিম (৮২৫, ৮২৬), সহীহ বুখারী (৫৮৮)। সুনানে নাসাঈ (৫৬১), সুনানে আবু দাউদ (১২৭৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (১২৪৮)।

[৩] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ

→

আযান-ইকামাত: নবীজী ﷺ নামাযের সময় হলে আযান দিতে বলেছেন, মুকীম হোক বা মুসাফির।[১] নামাযের শুরুতে

←

الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».

"উকবা বিন আমির জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়তে এবং মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। যখন সূর্য উদিত হয় তখন থেকে উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত, যখন দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য মধ্যাকাশে থাকে তখন থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত, যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয় তখন থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।"

-সহীহ মুসলিম (৮৩১), সুনানে আবূ দাউদ (৩১৯২), সুনানে তিরমিযী (১০৩১)।

[১] إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"যখন নামাযের সময় হয় তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় আর তোমাদের যে বড় সে তোমাদেরকে নামায পড়ায়।"

-সহীহ বুখারী (৬৮৫), সহীহ মুসলিম (৬৭৪)।

إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

"যখন তোমরা সফর করবে তখন আযান দিবে ও ইকামত দিবে। আর তোমাদের যে বড় সে যেন তোমাদের নামায পড়ায়।"

→

ইকামাত দিতে বলেছেন।[১] ইকামাতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া করে উচ্চারণ করতে বলেছেন।[২] আযান ও ইকামাতের

←

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৬৩৪), সুনানে তিরমিযি (২০৫) দ্র. সহীহ বুখারী (৬০৪)

[১] «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

"যখন (তোমরা সফর করবে আর) নামাযের সময় হবে তখন আযান দিবে ও ইকামত দিবে। এরপর তোমাদের যে বড় সে যেন তোমাদের নামায পড়ায়।"

-সহীহ বুখারী (৬৫৮), সহীহ মুসলিম (৬৭৪)।

[২] عَن أَبِي مَحذورةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَه الإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً».

"আবু মাহযূরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইকামত শিখিয়েছেন সতেরো কালিমার। (আর জোড়া করে বললেই সতেরো কালিমা হবে।)"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৯২), সুনানে নাসাঈ (৬৩০)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২১৩২), মুসনাদে আহমাদ (১৫৩৮১), সুনানে আবু দাউদ (৫০২) দ্র. কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ, ১/৬৮, ৬৯

«إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلاَلٌ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى،

→

মৌখিক জবাব দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।[১]

জামাআত: নবীজী ﷺ মসজিদে এসে জামাআতে ফরয নামায আদায় করার বহু ফজীলত বর্ণনা করেছেন।[২] তিনি নিজেও

←

وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً».

"একবার আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! স্বপ্নে দেখলাম যেন এক ব্যক্তি বাগানের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জোড় শব্দে আযান ও ইকামাত দিচ্ছেন, এবং মাঝখানে কিছু সময়ে বসে থাকলেন।' বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল রা. তা শুনে নিজে জোড় শব্দে আযান ও ইকামাত দিলেন এবং মাঝখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২১৩১), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৩৭৯), সুনানে বায়হাকী ১/৪২০

[১] «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»

"যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে তখন তোমরাও মুয়াযযিনের অনুরূপ আযানের বাক্যগুলো বলবে"

-সহীহ বুখারী (৬১১), সহীহ মুসলিম (৮৭৪), সুনানে তিরমিযী (২০৮), সুনানে আবু দাউদ (৫২২)।

দ্র. সুনানে আবু দাউদ (৫২৮), সুনানে বায়হাকী ১/৪১১।

[২] «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ»

→

মসজিদে জামাআতের সাথে ফরয নামায আদায় করতেন। পুরুষদের জামাআতে উপস্থিত হওয়ার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন।[১] শরঈ ওযর ছাড়া ঘরে ফরয নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[২] মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ

←

"যে সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যাওয়া আসা করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের আতিথ্য প্রস্তুত করেন যতবার সে যায় আসে।"

-সহীহ বুখারী (৬৬২), সহীহ মুসলিম (৬৬৯)।

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

"জামাতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় সাতাশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে।"

-সহীহ বুখারী (৬৪৫), সহীহ মুসলিম (৬৫০)।

[১] «قَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ».

"আমি ইচ্ছা করেছিলাম, আমি নামাযের নির্দেশ দেব। তখন নামায দাঁড়াবে। এরপর আমি সে লোকদের ঘরে যাব যারা মসজিদে নামাযে উপস্থিত হয় না। তখন আমি তাদের ঘর পুড়িয়ে দেব।"

-সহীহ বুখারী (২৪২০), সুনানে তিরমিযী (২১৭) সহীহ মুসলিম (৬৫১, ৬৫২)।

[২] «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

"যে আযান শোনার পর মসজিদে আসলো না, তার নামায হবে না।

→

দেননি। বরং বলেছেন, মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই উত্তম।[১]

←
তবে ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।"

-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৭৯৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (২০৬৪), মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৭২।

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ»

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। এরপর বৃষ্টির কবলে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের যে চায় সে নিজ বাহনে নামায পড়ে নিতে পারে।"

-সহীহ মুসলিম (৬৯৮), সুনানে আবু দাউদ (১০৬৫)।

«صَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ». [১]

"ঘরে তোমার নামায গোত্রের মসজিদে তোমার নামায থেকে উত্তম।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৭০৯০), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৬৮৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (২২১৭

«عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»

"হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল মহিলারা
→

জামাআতে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে কাতার সোজা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।[১] কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার

←

(মসজিদে গমনের কারণে) যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা দেখতে পেলে অবশ্যই তাদেরকে বারণ করতেন। যেমন বনী ইসরাঈল মহিলাদেরকে বারণ করা হয়েছিল।"

-সহীহ বুখারী (৮৬৯), সহীহ মুসলিম (৪৪৫), সুনানে আবু দাউদ (৫৬৯)।

«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»

"মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা- বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম।"

-(হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৫৭০), মুস্তাদরাকে হাকেম ১/২০৯, (৭৫৭) দ্র. সুনানে তিরমিযী (১১৭৩), সুনানে বায়হাকী ৩/১৩১।

«وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»

"ঘর হলো মহিলাদের নামাযের জন্য উত্তম স্থান।"

-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৬৮৪),মুসনাদে আহমাদ (৫৪৬৮), সুনানে আবু দাউদ (৫৬৭), সুনানে বায়হাকী ৩/১৩১

[১] «أَقبلَ رَسولُ اللهِ عَلى الناسِ بِوَجهِه، فَقَال: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ».

→

সোজা করতে বলতেন।[১] দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখতেন। পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখার

←

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের পুরোপুরি অভিমুখী হয়ে বললেন, তোমাদের কাতার সোজা কর। তিনবার একথা বললেন। আল্লাহর শপথ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজা করবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দিবেন।"

(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৬৬২), সহীহ বুখারী (৭১৭)।

وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ».[২]

"কাঁধে কাঁধ বরাবর করে দাড়াও এবং মাঝের ফাঁকা বন্ধ কর।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৫৭২৪), সুনানে আবূ দাউদ (৬৬৬) মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২৪৪১)।

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا»

"নবীজী ﷺ নামাযে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করতেন এবং (কাতার সোজা করার উদ্দেশ্যে) বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতার বাঁকা করো না,"

-সহীহ মুসলিম (৪৩২), মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (৩৫৪৭), মুসনাদে আহমাদ (১৭১০২), সুনানে নাসাঈ (৮১২), মুন্তাখরাজে আবু আওয়ানা (১৩৮২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৫৪২), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৭২)।

সুস্পষ্ট নির্দেশ করেন নি। বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'কওলী' হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা কেরাম রা. পার্শ্ববর্তী মুসল্লির পা'র সাথে পা' মিলিয়ে রাখতেন না। বরং উভয়ের মাঝে জুতা রাখা যায়- পরিমাণ ফাঁকা রাখতেন।[১]

---

[১] «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»

"তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন নিজ জুতা ডান পাশে না রাখে, তদ্রূপ বাম পাশেও যেন না রাখে, কেননা তার বাম পার্শ্ব অন্যজনের ডান পার্শ্ব হয়ে যায়। (এ থেকে প্রমাণিত হয়, দুজন মুসল্লীর মাঝে কিছু ফাঁকা থাকত এবং জুতা রাখার সুযোগ ছিলো। তবে অন্যের ডান হওয়াতে রাখতে বারণ করেছেন।) তবে বাম পাশে কেউ না থাকলে রাখতে পারে। (আর যদি উভয় পাশে মুসল্লী থাকে তাহলে) সে যেন নিজ পায়ের মাঝখানে রাখবে।"

-(হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৬৫৪), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৮৮), মুসতাদরাকে হাকেম (৯৫৪), সুনানে বায়হাকী ২/৪৩২, শরহুস্ সুন্নাহ (৩০২)।

যে হাদীসে পা'র সাথে পা মিলানোর কথা উল্লেখ হয়েছে তার উপর আক্ষরিক অর্থে আমল করা সম্ভব নয়; ব্যাখ্যা অনিবার্য। বিধায় হাফিযুল হাদীস ও সালাফী আলেমরাও বলেছেন, ঐ হাদীস দ্বারা মিলানো উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, অধিক গুরুত্ব বুঝানো।

একাধিক মুক্তাদী হলে নবীজী ﷺ সামনে দাঁড়াতেন। একজন হলে তাকে ডানে দাঁড় করাতেন।[১]

প্রয়োজনে সামনে সুতরা স্থাপন করতেন।[২] সুতরা'র কাছাকাছি

---

১ عَنْ جَابِرٍ: «فَقَامَ رَسُولُ اللهُ ﷺ لِيُصَلِّيَ ... ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهُ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهُ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهُ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَه».

"জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। ... আমি এসে রাসূলুল্লাহর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে ডান দিকে নিয়ে এলেন। এরপর জাব্বার বিন সখর এলেন। তিনি অযু করলেন। এরপর এসে রাসূলুল্লাহর বামপাশে দাঁড়ালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুজনের হাত ধরে আমাদেরকে পিছনের দিকে সরিয়ে দিলেন, এভাবে তিনি আমাদেরকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন।"

-সহীহ মুসলিম (৩০১০), সুনানে আবূ দাউদ (৬৩৪)।

২ قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ সামনে হাওদার পেছনের লাঠির মত কিছু স্থাপন করে তখন যেন সে

→

দাঁড়াতেন।[১] তিনি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন।[২] ইমামের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মুক্তাদীর অবস্থার প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখতে।[৩]

←
নামাযে দাঁড়ায়, লাঠির ঐ পাশে কে যায় তার যেন পরোয়া না করে।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৯) সুনানে তিরমিযী (৩৩৫)।

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ».

"কেউ যখন 'সুতরা' রেখে নামায পড়ে তখন সে যেন 'সুতরা'র কাছাকাছি থাকে। শয়তান তার নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে পারবে না।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৭৪৮), সুনানে আবূ দাউদ (৬৯৫)।

[২] «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

"যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত তার কী গোনাহ হচ্ছে, তাহলে তার চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে উত্তম সামনে দিয়ে যাওয়ার তুলনায়।"

-সহীহ বুখারী (৫১০), সহীহ মুসলিম (৫০৭)।

[৩] «مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الحَاجَةِ»

"যে ইমাম হবে সে যেন সহজ-স্বাভাবিকভাবে নামায পড়ায়। কারণ, মুসল্লীদের মাঝে অসুস্থ, দূর্বল ও জরুরতওয়ালা লোক থাকে।"

→

কিয়াম

নবীজী ﷺ প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নিয়ত করতেন।[১] কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন।[২] সফরে আরোহী অবস্থায় নফল নামায পড়ার সময় কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করতেন, পূর্ণ নামাযে কিবলামুখী থাকা আবশ্যক মনে করতেন না।[৩] ফরজ

←

-সহীহ বুখারী (৯০), সহীহ মুসলিম (৪৬৭), মুসনাদে আহমাদ (১৭০৬৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (৯৮৪)।

[১] «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى».

"আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর ব্যক্তির জন্যে তা-ই থাকবে যার নিয়ত সে করেছে।"

-সহীহ বুখারী (৬৬৮৯), সহীহ মুসলিম (১৯০৭)।

[২] «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ».

"যখন তুমি নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে তখন পরিপূর্ণভাবে অযু করো। এরপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলো।"

-সহীহ বুখারী (৬২৫১), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

[৩] «كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ».

→

নামায ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়েই আদায় করতেন।[১]
নফল নামায কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো বসে আদায় করতেন।[২]
কখনো কখনো সাওয়ারীতে আরোহী হয়েও আদায় করতেন।[৩]

←
"তিনি যখন সফরে থাকা অবস্থায় নফল নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন উটনীকে কেবলামুখী করতেন। এরপর তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন, বাহন তাঁকে যেদিকে অভিমুখী করুক না কেনো।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১২২৫), সহীহ বুখারী (১১০০), সহীহ মুসলিম (৭০১)।

[১] ﴿وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ﴾

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হয়ে দাঁড়াও।"

সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৪।

«كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا».

"তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৯৯), সুনানে তিরমিযী (৩০৪)।

[২] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বসে অনেক নামায পড়তেন।"

-সহীহ মুসলিম (৭৩০"১১০"), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২৪৬)।

[৩] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ».

→

সোজা ও স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতেন। কিয়াম অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখতেন।[১]

←

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহী অবস্থায় নফল পড়তেন, কেবলামুখী না হয়েও।"

সহীহ বুখারী (১০৯৪) দ্র. মুসনাদে আহমাদ (১৫০৩৮)।

[১] «دَخَلَ رَسُولُ اللهُ ﷺ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরে প্রবেশ করেন, সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি সেজদার স্থান থেকে সরেনি।"

-(হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (১৭৬১), ১/৪৭৯, সুনানে বায়হাকী ৫/১৫৮।

«إِنَّ رَسُولَ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন তাঁর দৃষ্টি থাকত আকাশমুখী। এরপর আয়াত নাযিল হলো- "যারা তাদের নামাযে খুশুখুযূ অবস্থায় থাকে।" তখন তিনি দৃষ্টি অবনত করলেন।"

-(হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৩৪৮৩), ২/৩৯৩, সুনানে বায়হাকী ২/২৮৩, যাদুল মাআদ ১/২৫৬।

→

খুশু-খুযূ

পূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায় করতেন।[১] আকাশের দিকে তাকাতে নিষেধ করতেন।[২] ডান-বামে না

←

اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ».

"যেখানে তুমি সেজদা কর তোমার দৃষ্টি সেখানে রাখো।"

-(সলিহ) সুনানে বায়হাকী, ২/২৮৪, এলাউস সুনান (৬৬৬) ২/১৮৭।

[১] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

"সফল হয়েছে মুমিনগণ, যারা নামাযে খুশুখুযূ গ্রহণ করে।"

সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১-২।

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»..

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার অযুর মত অযু করে এরপর দুই রাকআত এমন নামায পড়ে, যে নামাযের সময় সে মনে মনে কিছু ভাবেনি, তার পূর্বের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

-সহীহ বুখারী (১৫৯) সহীহ মুসলিম (২২৬)।

[২] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».

→

তাকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন।[১] নামাযে খুশু-খুযূর ব্যাঘাত ঘটায় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতেন এবং এমন কোনো উপকরণ থাকলে তা সরিয়ে রাখতে বলেছেন।[২] নামাযের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। পূর্ণ

←

"ঐ লোকদের কী হলো, যারা নামাযে দৃষ্টিকে উপরের দিকে রাখে! একপর্যায়ে বললেন, হয়ত তারা এ থেকে নিবৃত হবে অথবা তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়া হবে।"

-সহীহ বুখারী (৭৫০), সহীহ মুসলিম (৪২৮, ৪২৯)।

[১] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».

"আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডানে বামে তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা শয়তানের ছোবল। বান্দার নামায থেকে সে দৃষ্টি টেনে নেয়।"

-সহীহ বুখারী (৭৫১) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৪৮৪)।

[২] «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي».

"তোমার এই নকশাযুক্ত পর্দা আমাদের থেকে সরিয়ে রাখো। কেননা তার ছবিগুলো নামাযে সামনে এসে যাচ্ছিলো।"

-সহীহ বুখারী (৩৭৪), মুসনাদে আহমাদ (১২৫৩১)।

আদবের সাথে নামায আদায়ের জন্য বলেছেন।[১] নামাযে কথা বলতেন না।[২] প্রয়োজনে নফল নামাযে সঙ্গতিপূর্ণ ইশারায় জবাব দিতেন।[৩]

---

[১] «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ».

"কেউ যখন নামায পড়ে সে তার প্রতিপালকের সাথে একান্তে কথা বলে। সুতরাং (প্রয়োজন হলে) সে যেন সামনে বা ডান দিকে থুথু না ফেলে। বরং বামদিকে পায়ের নীচে থুথু ফেলে।"

-সহীহ মুসলিম (৫৫১), সহীহ বুখারী (৪০৫)।

[২] «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».

"এই নামাযে মানুষের কোনো কথা চলতে পারে না। নামায তো তাসবীহ তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াত।"

-সহীহ মুসলিম (৫৩৭), সুনানে আবূ দাউদ (৯৩০)।

[৩] «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً».

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে গেলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি ইশারায় আমার সালামের উত্তর দিলেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৭৪৮), সুনানে আবূ দাউদ (৬৯৫)।

তাহরীমা

নবীজী ﷺ أَللهُ أَكْبَرُ বলে নামায শুরু করতেন।[১] أَللهُ أَكْبَرُ বলার সময় দু'হাতের আঙ্গুলসমূহ খোলা রেখে[২] কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।[৩] এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে

---

[১] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন কেবলামুখী হতেন এবং হাত তুলে বলতেন, আল্লাহু আকবার।"

-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৮০৩)। দ্র. সুনানে তিরমিযী (৩০৪)।

[২] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্যে তাকবীর বলতেন তখন আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন।"

-(হাসান) সুনানে তিরমিযী (২৩৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৪৫৮)।

[৩] «كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وفي رواية: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ».

"তিনি যখন তাকবীর বলতেন দু'হাত উঠিয়ে কানের বরাবর করতেন। এক বর্ণনামতে, তিনি দু'হাত কানের লতির বরাবর করতেন।"

-সহীহ মুসলিম, (৩৯১), সুনানে আবূ দাউদ (৭৪৫)।

নাভির নিচে রাখতেন।[১] কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন।[১] এই

---

[১] قَالَ وَائِلٌ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ».

"ওয়াইল রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে দেখেছি, ডান হাত দিয়ে তিনি বাম হাত ধরে রেখেছেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৮৮৭), দ্র. মুসনাদে আহমাদ (২১৯৭৪), সুনানে তিরমিযী (২৫২), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮০৯)।

قَالَ وَائِلٌ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ».

"ওয়াইল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নীচে রাখতে দেখেছি।"

-(সনদ সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩৯৬৯), বিস্তারিত জানতে দেখুন, **"আপনার নামায"**।

«أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ»

"(নামাযে হাত রাখার পদ্ধতি হচ্ছে,) (ডান) হাতের তালু (বাম) হাতের তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৭৫৮), দ্র. নাসবুর রায়াহ ১/৩১৩, আততা'রীফ ওয়ালইখবার ১/১৫৬-১৫৭

হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ওয়াসেতী। তিনি দূর্বল হলেও অনেক ছেকাহ-নির্ভরযোগ্য রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রাহ. তাঁর হাদীসকে হাসান বলেছেন(৭৪১)। হাকেম নিশাপুরী রাহ. তাঁর হাদীসকে সহীহ বলেছেন (দ্র. আলকওলুল

→

নীরবতার মাঝে ছানা, 'তাআওউয' (أعوذ بالله) ও 'তাসমিয়া' (بسم الله) পড়তেন।[২]

←

মুসাদ্দাদ-ইবনে হাজার রাহ. পৃ.৮২) এছাড়া এ হাদীসটির স্বপক্ষে সালাফের 'আমল' ও 'তালাক্কী' রয়েছে।

ইমাম বুখারী রাহ. এর উস্তায ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়া রাহ. বলেছেন, 'নাভির নিচে হাত রাখার পদ্ধতিটি হাদীসের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী।' -আলআওসাত ৩/২৪৩

[১] «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন কিছুসময় নীরব থাকতেন।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৮৯৪) দ্র. সহীহ বুখারী (৭৪৪) সহীহ মুসলিম (৫৯৮)।

[২] «لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَحْمَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ».

"কারো নামায পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে অযু করে এরপর তাকবীর বলে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র হামদ ও ছানা পাঠ করে এবং কুরআনের যে পরিমাণ ইচ্ছা তেলাওয়াত করে।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৮৫৭), সুনানে নাসাঈ (১১৩৬)।

→

ফরয নামাযে সাধারণত এই ছানা পড়তেন,[১]

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

আরো কিছু দুআ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সাধারণত নফল ও তাহাজ্জুদে পড়তেন।[২]

এরপর 'তাআওউয'; সাধারণত এই বাক্যটি أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم নিম্নস্বরে পড়তেন। এছাড়া অন্যান্য বাক্যও বর্ণিত হয়েছে।[৩]

←

দ্র. সহীহ বুখারী (৭৪৪), সহীহ মুসলিম (৫৯৮)।

[১] «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ...».

"নবীজী যখন নামায শুরু করতেন তখন ... سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ পড়তেন।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৪২, ২৪৩), সুনানে আবূ দাউদ (৭৭৫, ৭৭৬), সুনানে নাসাঈ (৮৯৯)।

[২] শরহু মাআনিল আছার ১/১৪৫, সুনানে নাসাঈ (৮৯৭), সুনানে দারাকুতনী (১১৩৯), ২/৫৮, সুনানে আবূ দাউদ (৭৬৪), যাদুল মাআদ, ১/১৯৯।

[৩] ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

"সুতরাং যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।"

→

পরে 'তাসমিয়া' তথা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ নিম্নস্বরে পড়ে[১] কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[২]

←

সূরা নাহল, আয়াত: ৯৮।

-সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪০, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২৫৮৯), আলআওসাত (১২৭৩), যাদুল মাআদ, ১/১৯৯।

[১] «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ পড়তেন।"

-(সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৮৪৭), ১/২৩২।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ: بِ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

"আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. উমার রা. উসমান রা. এর পেছনে নামায পড়েছি। তাঁরা উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন না।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১২৮৪৫), সহীহ মুসলিম (৩৯৯), সুনানে তিরমিযী (২৪৪)।

[২] «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».

"তোমার যে পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত সহজ হয় তেলাওয়াত কর।"

→

কিরাআত

জাহরী নামায তথা ফজর, মাগরিব, এশা, জুমআ, দুই ঈদ, তারাবী, রমজান মাসে জামাআতসহ বিতির, (ইসতিসকা ও সূর্যগ্রহণের) নামাযে 'জাহরী কিরাআত' (উচ্চস্বরে কিরাআত) পড়তেন।[১] এছাড়া বাকী নামাযে 'সিররী কিরাআত' পড়তেন।[২] তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে কখনো নিম্নস্বরে[৩] কখনো উচ্চস্বরে

←

-সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. ও উমার রা. সূরা ফাতিহা দ্বারা নামায শুরু করতেন।"

সহীহ বুখারী (৭৪৩), সহীহ মুসলিম (৩৯৯)।

[১] সহীহ বুখারী (১০৬৫ "১০২৪"), সুনানে নাসাঈ (১৪৯৪), সহীহ মুসলিম (৯০১)।

[২] সহীহ বুখারী (৭৪৬, ৭৭২), সহীহ মুসলিম (৩৯৬)।

[৩] عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ».

"আবদুল্লাহ বিন আবু কায়স রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে নবীজী

→

কিরাআত পড়তেন।[১]

কেউ কুরআন পড়তে না জানলে শিখা পর্যন্ত নামাযে অন্য দুআ

←

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত কেমন স্বরে হতো? তিনি কি উচ্চস্বরে পড়তেন না নিম্নস্বরে? তিনি বললেন, দুটোই তিনি করতেন। কখনো নিম্নস্বরে পড়তেন, কখনো উচ্চস্বরে।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৪৪৯), সুনানে নাসাঈ (১৬৬২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১১৬০)।

[১] «كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِاللَّيْلِ قَدْرَ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ».

"রাতে ঘরে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের আওয়াজ এ পরিমাণ হতো, যারা হুজরায় থাকত তারা শুনতে পেত।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৪৪৬), সুনানে আবূ দাউদ (১৩২৭(।

«كَانَ يَقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا.

"তিনি কোনো কোনো হুজরায় তেলাওয়াত করতেন, তখন বাইরে যারা তারা শুনতে পেত।"

-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১১৫৭) সুনানে নাসাঈ কুবরা (১৩৪০)।

পড়তে বলেছেন।[১]

প্রথমে 'সূরা ফাতিহা' পড়তেন। প্রত্যেক আয়াত ওয়াক্‌ফ ও মদের সাথে তিলাওয়াত করতেন।[২] সূরা ফাতিহা শেষ করে নিম্নস্বরে 'আমীন' বলতেন।[৩] তিনি মুক্তাদীকে নির্দিষ্টভাবে 'সূরা

---

[১] «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهُ، وَالْحَمْدُ للهُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একব্যক্তি এসে বললো, আমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআনের পাঠের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। নবীজী বললেন, তুমি বলো- سُبْحَانَ اللهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِا الله ।"

-(সনদ হাসান) সুনানে নাসাঈ (৯২৪), মুসনাদে আহমাদ (১৯১৩৮)।

[২] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ثُمَّ يَقِفُ: ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ ثُمَّ يَقِفُ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি আয়াত থেমে থেমে পড়তেন।....."

-(সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (২৯১০) ২/২৩২। সুনানে আবূ দাউদ (৪০০১)।

[৩] ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

→

←

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাকো অনুনয় বিনয় করে ও অনুচ্চস্বরে, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

-সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫।

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فَقُولُوا: ﴿آمِينَ﴾، وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তা নিম্নস্বরে বলেছেন।"

-সহীহ বুখারী (৭৮২) সহীহ মুসলিম (৪১৫), মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৫৪), মুস্তাদরাকে হাকেম ২/২৩২।

«كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ ﷺ لَا يَجْهَرَانِ بِـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِالتَّأْمِينِ»

"হযরত উমার ও আলী রা. 'বিসমিল্লাহ', 'আউযুবিল্লাহ' ও 'আমীন' অনুচ্চস্বরে পড়তেন।"

-(হাদীস হাসান) শরহু মাআনিল আছার ১/১৫০। নুখাবুল আফকার, ২/৪৭১। তাহযীবুল আছার-ইবনে জারীর।

قال الإمام الكشميري رحمه الله: ليس في ذخيرة الحديث ما يدل على

→

ফাতিহা' পড়ার আদেশ দেননি, বরং কুরআনে নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১] নবীজী ﷺ বলেছেন, 'ইমামের

←

أن النبي ﷺ أمر المأمومين أن يجهروا بها، بل من جهر منهم جهر برأيه.

-ফায়যুল বারী ২/৩৬৬।

[১] ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

"যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যেন রহমত লাভ করো।"

-সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৪।

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا».

"ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছে যেন তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরা তাকবীর বলো। আর যখন সে তেলাওয়াত করে তোমরা মনোযোগের সাথে শোনো।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৯৪৩৮), সুনানে নাসাঈ (৯২১), সহীহ মুসলিম (৪১১)।

«خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»

"একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুতবা প্রদান করলেন, তিনি আমাদেরকে সুন্নাহ ও নামায শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে।

→

কিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।'[১] এরপর 'অন্য সূরা' তিলাওয়াত করতেন।[২]

←

আর ইমাম কিরাত পড়লে তোমরা নিশ্চুপ থাকবে।"

-সহীহ আবু আওয়ানা (১৬৯৭), মুসনাদে আহমাদ (১৯৭২৩), সহীহ মুসলিম (৪০৪)।

[১] «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

"যে ইমামের পেছনে নামায পড়লো (তার কিরাআত নেই।) কেননা ইমামের কিরাআত তার জন্যে কিরাআত।"

-(সহীহ) কিতাবুল আছার-ইমাম আবূ হানীফা; বর্ণনা: আবূ ইউসুফ রাহ. (১৮০), আলআছার-ইমাম আবূ হানীফা; বর্ণনা: মুহাম্মাদ রাহ. (৮৬) ১/১১১। মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী- মুসনাদে আবদুবনু হুমায়দ। দ্র. শায়খ মুহাম্মাদ আওওয়ামাকৃত 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার' টীকা (৩৮২৩)।

«الْإِمَامُ ضَامِنٌ»

"ইমাম মুক্তাদীর (কিরাআতের) যিম্মাদার"।

(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযাইমা (১৫২৯), মুসনাদে আহমাদ (৮৯৭০), সুনানে আবু দাউদ (৫১৭), সুনানে তিরমিযী (২০৭)।

[২] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ

→

নবীজী ﷺ এর নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ সর্বদা একরকম হতো না। মুকীম অবস্থায় সাধারণত মাঝারি সূরা তিলাওয়াত করতেন, কখনো লম্বা কখনো ছোট সূরাও তিলাওয়াত করতেন।[১] সাধারণত এক রাকআতে এক সূরা পড়তেন। কখনো দুই বা ততোধিক সূরাও পড়তেন।[২] আবার

←

الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা ও দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তেন। তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদের শোনাতেন। তিনি প্রথম রাকআত যতটুকু দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকআত অতটুকু দীর্ঘ করতেন না। এরূপ করতেন আসরে ও ফজরেও।"

-সহীহ বুখারী (৭৭৬, ৭৭৮), সহীহ মুসলিম (৪৫১)।

[১] যাদুল মাআদ, ১/২০২।

[২] قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ مِنْ آلِ (حم) فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ».

"ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সূরাগুলো নবীজী মিলিয়ে পড়তেন সেগুলো আমার জানা আছে। এরপর তিনি মুফাসসাল এর বিশটি সূরা এবং আলিফ-লাম (হা-মীম) এর দুটি সূরা উল্লেখ করেন, প্রতি রাকাতে।"

→

কখনো এক সূরা দিয়ে দু'রাকআত আদায় করতেন।[১] **ফজরে** সাধারণত 'তিওয়ালে মুফাস্‌সাল' (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ) এর কোনো একটি সূরা পড়তেন।[২] যা সাধারণত ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত দীর্ঘ হতো।[৩] অনেক সময়

←

-সহীহ বুখারী (৭৭৫), সহীহ মুসলিম (৮২২)।

[১] «إِنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا».

"জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে জানিয়েছে, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের উভয় রাকাতে﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ﴾ পড়তে শুনেছেন।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৮১৬), সুনানে বায়হাকী ২/৩৯০।

[২] «وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ».

"তিনি মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল থেকে তেলাওয়াত করতেন, এশায় আওসাতে মুফাসসাল থেকে তেলাওয়াত করতেন, ফজরে তিওয়ালে মুফাসসাল থেকে তেলাওয়াত করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৯৮২), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৩৭)।

[৩] «وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِئَةِ».

→

আরো লম্বা সূরাও পড়তেন। মাঝে মাঝে সূরা 'তাকভীর' তিলাওয়াত করতেন।[১]

জুমআর দিন সূরা 'সাজদা' এবং 'দাহার' তিলাওয়াত করতেন।[২]

সফরে কখনো সূরা 'ফালাক' ও 'নাস' তিলাওয়াত করেও নামায শেষ করেছেন।[৩]

যোহরের নামাযে সাধারণত ত্রিশ আয়াত পড়তেন।[৪] কখনো যোহর ও আসরের প্রথম রাকআতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন।[৫]

আছরের নামাযে নবীজী ﷺ কখনো 'সূরা-সাব্বিহিসমা' ও 'সূরা গাশিয়া' পড়তেন।[৬] কখনো 'সূরা বুরূজ' ও 'সূরা তারিক'

←

"তিনি দুই রাকআত বা এক রাকাতে ষাট থেকে একশ আয়াতের মাঝামাঝি পরিমাণ তেলাওয়াত করতেন।"

সহীহ বুখারী (৭৭১) সহীহ মুসলিম (৪৬১)।

[১] সুনানে নাসাঈ (৯৫১), সহীহ মুসলিম (৪৫৬)।

[২] সহীহ মুসলিম (৮৮০), মুসনাদে আহমদ (১০১০২)।

[৩] সুনানে নাসাঈ (৯৫২), যাদুল মাআদ, ১/২০২।

[৪] সহীহ মুসলিম (৪৫২), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮২৮), সুনানে নাসাঈ (৪৭৫)।

[৫] সহীহ বুখারী (৭৫৯)।

[৬] সহীহ মুসলিম (৪৫৯), মুসনাদে বাযযার (৪৪১১)।

পড়তেন।[১]

মাগরিবে 'কিসারে মুফাস্‌সাল' (সূরা বায়্যিনাহ থেকে সূরা নাস) এর কোনো একটি সূরা পড়তেন। মাঝে মাঝে বড় কোনো সূরা পড়তেন এবং অন্যান্য সূরাও পড়তেন।[২]

এশায় সাধারণত 'আওসাতে মুফাস্‌সাল' (সূরা বুরূজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ) থেকে পড়তেন। কখনো সূরা গাশিয়া, শাম্‌স, আ'লা, আলাক পড়তেন।[৩] সফরে কখনো সূরা তীন পড়তেন।[৪]

বিতিরে সাধারণত প্রথম রাকআতে সূরা 'আলা', দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'কাফিরূন', তৃতীয় রাকআতে সূরা 'ইখলাস' পড়তেন।[৫] কখনো এর সাথে সূরা 'ফালাক' ও 'নাস'ও পড়তেন।[৬] কখনো বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন।[৭]

---

[১] সুনানে তিরমিযী (৩০৭) সুনানে আবূ দাউদ (৮০৫)।

[২] সহীহ বুখারী (৭৬৫), সহীহ মুসলিম (৪৬৩), মুসনাদে আহমাদ (১৬৭৩৫), শরহু মাআনিল আছার ১/১৫৭, যাদুল মাআদ ১/২০৪।

[৩] সহীহ বুখারী (৬১০৬, ৭০৫), সহীহ মুসলিম (৪৬৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৩৬)।

[৪] সহীহ বুখারী (৭৬৭), সহীহ মুসলিম (৪৬৪)।

[৫] সুনানে নাসাঈ (১৭০২), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৯৪৩)।

[৬] সুনানে তিরমিযী (৪৬৩)।

[৭] সুনানে নাসাঈ (১৭২৮)।

জুমআ ও ঈদে সাধারণত সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন।[১] কখনো কখনো জুমআতে সূরা 'জুমআ' ও 'মুনাফিকূন' পড়তেন। ঈদের নামাযে সূরা 'ক্বাফ' ও 'ইকতারাবাত' বা সূরা 'আলা' ও 'গাশিয়া' পড়তেন।[২]

কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট করে পড়তেন না। তবে সময়ে সময়ে বিশেষ কিছু সূরা পড়তেন।[৩]

নবীজী ﷺ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে সাধারণত 'লম্বা লম্বা সূরা' পড়তেন।[৪] কখনো এক আয়াত বার বার পড়তে থাকতেন।[১]

---

[১] সহীহ মুসলিম (৮৭৮), সুনানে আবূ দাউদ (১১২২), সুনানে নাসাঈ (১৫৬৮)।

[২] সহীহ মুসলিম (৮৭৭, ৮৯১) সুনানে নাসাঈ (১৫৬৭, ১৪২১)।

[৩] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ».

"আমর বিন শুআইব বাবার সূত্রে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফরজ নামাযের ইমামতির সময় 'মুফাসসাল' এর ছোট বড় সকল সূরাই পড়তে শুনেছি।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (৮১৪), সুনানে বায়হাকী ২/৩৮৮।

[৪] عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوْءٍ، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ

→

তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন।[২] সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করতেন।[৩] অন্যদেরকেও শুদ্ধ ও সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করতে

←

أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ».

"আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবীজীর পেছনে নামায পড়লাম। তিনি দাঁড়িয়েই থাকলেন, একসময় আমি একটি মন্দ বিষয়ের ইচ্ছা করলাম। আমরা বললাম, কী সে মন্দ বিষয়? তিনি বললেন, নবীজীকে ছেড়ে আমি বসে থাকব।"

-সহীহ বুখারী (১১৩৫) সহীহ মুসলিম (৭৭৩)।

[১] মুসনাদে আহমাদ (১১৫৯৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩৫০)।

[২] ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾

"ধীরস্থিরভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর।"

-সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪।

«وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا».

"তিনি সূরা পড়তেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে, ফলে সূরা তাঁর তেলাওয়াত হতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।"

-সহীহ মুসলিম (৭৩৩), সুনানে তিরমিযী (৩৭৩)।

[৩] «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

"আল্লাহ অত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন সুকণ্ঠ

→

বলেছেন।[১] নামাযে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় আবেগাপ্লুত হয়ে কখনো অশ্রুসিক্ত হতেন।[২] তিলাওয়াতের মাঝে রহমতের আয়াত এলে রহমত প্রার্থনা করতেন। এবং আযাবের আয়াত এলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।[৩]

←

কোনো নবীর প্রতি, যিনি সুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং সশব্দে তেলাওয়াত করতে থাকেন।"

-সহীহ মুসলিম (৭৯২), সহীহ বুখারী (৫০২৪)।

[১] «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».

"তোমাদের সুন্দর সুর দিয়ে কুরআনকে সজ্জিত কর"

-(সনদ সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১৪৬৮), মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৯৪)।

[২] قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ شِخّير: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْرُّحَى مِنَ الْبُكَاءِ».

"আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তখন কান্নার কারণে তাঁর বুকে চাকতির আওয়াজের মত আওয়াজ হচ্ছিলো।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৯০৪), মুসনাদে আহমাদ (১৬৩১২, ১৬৩২৬)।

[৩] عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبقرةَ،... وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ تَعَوَّذَ».

→

সুন্নাত নামাযে সাধারণত 'ছোট সূরা' পড়তেন।[১] কখনো এক রাকআতে এক আয়াত পড়তেন।[২]

←

"হুযায়ফা রা. বলেন, আমি একরাতে নবীজীর সাথে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা সূরা শুরু করলেন। যখন রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করতেন রহমত লাভের দোয়া করতেন। যখন আযাবের আয়াত তেলাওয়াত করতেন পানাহ চাইতেন।"

-(সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৫৪২), সহীহ মুসলিম (৭৭২)।

[১] عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: «مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

"ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের পূর্বের দু'রাকাতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকাতে সূরা কাফীরুন ও সূরা ইখলাস পড়তে কতবার শুনেছি, আমি গোনতে পারব না।"

-(হাসান) সুনানে তিরমিযী (৪৩১), সুনানে নাসাঈ (৯৯২)।

[২] وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾.

→

তিলাওয়াতে ভুল হলে লোকমা দিতে বলেছেন।[১] তিলাওয়াতের মাঝে সেজদার আয়াত এলে সেজদা করতেন।[২]

←

ফজরের দুই রাকাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ এবং সূরা আল ইমরানের ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ অংশ তেলাওয়াত করতেন।"

-সহীহ মুসলিম (৭২৭), সুনানে আবূ দাউদ (১২৬০)।

[১] عَنْ مِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الأَسَدِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:«فَهَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا».

"মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ আসাদী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, নামাযে তেলাওয়াত করলেন। তিনি কিছু অংশ ছেড়ে গেলেন, যা তিনি পড়েননি। এরপর একব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে!"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (৯০৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৬৪৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (২২৪০)।

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾

→

প্রত্যেক নামাযের প্রথম রাকআত দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় লম্বা করতেন।[১] বিশেষত ফজরের নামাযে।[২]

নবীজী ﷺ ইমাম হলে মুক্তাদীর প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রয়োজনে তিলাওয়াত সংক্ষেপ করতেন এবং দ্রুত নামায শেষ করতেন। কেউ ইমাম হলে তাকেও এরূপ করার উপদেশ দিতেন।[৩]

←

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূরা ইনশিক্বাক্ব ও সূরা আলাকের সেজদায় সেজদা করেছি।"

-সহীহ মুসলিম (৫৭৮), সুনানে আবূ দাউদ (১৪০৭)।

[১] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম রাকাতে কিরাআত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সংক্ষিপ্ত করতেন। ফজরের নামাযেও এমন করতেন।"

-সহীহ বুখারী (৭৫৯, ৭৭৯), দ্র. (৭৭০), সহীহ মুসলিম (৪৫১)।

[২] যাদুল মাআদ ১/২০৮।

[৩] «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ

→

রুকূ

নবীজী ﷺ কিরাআত শেষ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যেতেন।[১] স্বাভাবিক ও ধীরস্থিরতার সাথে রুকূ করার

←

وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ».

"যখন কেউ লোকদের নিয়ে নামায পড়ে সে যেন অন্য সময়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত কেরাতের নামায পড়ে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছে। আর যখন নিজে নিজে নামায পড়ে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ নামায পড়ুক।"

-সহীহ বুখারী (৭০৩), সহীহ মুসলিম (৪৬৭)।

[১] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উঠা-বসায় তাকবীর বলতেন। আবু বকর ও উমারও অনুরূপ করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৫৩), মুসনাদে আহমাদ (৩৬৬০), সুনানে নাসাঈ (১১৪২)।

«يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ».

"রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন।"

-সহীহ বুখারী (৭৮৯), সহীহ মুসলিম (৩৯২)।

প্রতি গুরুত্ব দিতেন।[১] রুকূর পূর্বে হাত উঠাতেন না।[২] রুকূতে

---

[১] «اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ»

"রুকূতে স্থির থাকো"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০২৭)।

[২] عَنْ ابن مسعود قَالَ: «ألا أُرِيكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ».

"ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখাব না? তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুললেন। এরপর আর হাত তুলেননি।

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০২৬), মুসনাদে আহমাদ (৩৬৮১), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৪৫৬), মুসনাদে আবি ইয়ালা (২৩০২), সুনানে তিরমিযী (২৫৭), সুনানে আবু দাউদ (৭৪৮), সুনানে বায়হাকী ২/৭৮।

«إِنَّ ﷺ «كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, কানের কাছাকাছি হাত উঠাতেন, তারপর আর হাত উঠাতেন না।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৭৫০), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৪৫৫), শরহু মাআনিল আছার ১/১৬২, দ্র. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে **আপনার নামায** পৃ. ৩৫৬-৩৬১

হাতের আঙ্গুল ফাঁকা করে এমনভাবে হাঁটুতে রাখতেন যেন তা ধরে রেখেছেন।[১] দু'হাত সোজা রাখতেন ধনুকের তীরের ন্যায়। হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন।[২] পিঠ ও কোমর এমনভাবে সমান করে বিছিয়ে দিতেন যেন পিঠে পানি ঢাললেও তা স্থির থাকবে।[৩]

---

১ «كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ».

"যখন রুকূতে যেতেন আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখতেন, যখন সেজদায় যেতেন আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন।"

-সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯২০), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৫৯৪), মুসতাদরাকে হাকেম (৮১৪) ১/২২৪।

২ «ثم ركعَ فوضعَ يَدَيهِ على رُكبَتَيهِ كأنَّه قابِضٌ عليهما، ووتَّرَ يَدَيهِ فتجافى عن جَنبَيهِ».

"এরপর তিনি রুকূ করলেন। হাত রাখলেন হাঁটুর উপর যেন তিনি হাঁটু ধরে রেখেছেন। হাতকে ধনুকের তীরের মত সোজা রাখলেন, ফলে তা দু'পাশ থেকে দূরে থাকলো।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৭৩৪), সুনানে তিরমিযী (২৬০), শরহু মাআনিল আছার ১/১৬৫।

৩ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ».

"ওয়াবিসা ইনে মা'বাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি রুকূ

→

রুকূতে সাধারণত سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم বারংবার পড়তেন।[১] কখনো তিনবার পড়তেন।[২] নফল নামাযে আরো লম্বা লম্বা

←

করে পিঠ এমনভাবে সোজা করলেন, যদি পিঠে পানি ঢালা হতো তাহলে তা স্থির থাকতো।"

-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৭২) দ্র. সহীহ মুসলিম (৪৯৮), সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩)।

[১] عَنْ حُذَيْفَةَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَكَعَ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، وَفِيْ سُجُوْدِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

"হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি রুকূতে গিয়ে «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، পড়লেন, আর সেজদায় গিয়ে পড়লেন «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى». ।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০৪৬), সহীহ মুসলিম (৭৭২), মুসনাদে আহমাদ (৩৫১৪)।

[২] «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».

"কেউ যখন রুকূ করে রুকূতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ তিনবার পড়ে, তার

→

দুআ ও বিভিন্ন তাসবীহ পড়তেন।[১] রুকূ ও সেজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।[২]

নবীজী ﷺ শান্ত ও সুন্দরভাবে রুকূ আদায় করতেন। নামাযের কোনো আমলেই 'তাড়াহুড়া' করতেন না। এবং সাহাবা কেরামকেও তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

←

রুকূ পূর্ণ হয় এবং তিনবার হলো সর্বনিম্ন তাসবীহ।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (২৬১), সুনানে আবূ দাউদ (৮৮৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯০), শরহু মাআনিল আছার ১/১৬৯।

[১] সহীহ বুখারী (৭৯৪), সহীহ মুসলিম (৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪), সুনানে আবূ দাউদ (৮৭৭), সুনানে নাসাঈ (১০৪৭) যাদুল মাআদ ১/২১১।

[২] «أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا».

"জেনে রাখো! রুকূ ও সেজদায় কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।"

-সহীহ মুসলিম (৪৭৯), সুনানে নাসাঈ (১০৪৫), সহীহ ইবনে হিব্বান (৬০৪৫)।

[৩] «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا».

"এরপর রুকূ করে রুকূ অবস্থায় স্থির হও।"

-সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا:

→

এরপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন।[১] দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে তারপর সেজদায় যেতেন।[১]

←

يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا أَوْ قَالَ: لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিকৃষ্ট চোর হলো যে নামাযে চুরি করে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ব্যক্তি নামাযে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, রুকূ সেজদা পরিপূর্ণভাবে করে না অথবা বলেছেন, রুকূ সেজদায় পিঠ সোজা করে না।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২২৬৪২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৬৩)। দ্র. সহীহ বুখারী (৬৬৪৪), সহীহ মুসলিম (১১১)।

«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا». [১]

"এরপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

-সহীহ বুখারী (৭৯৩), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وفي رواية: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

"এরপর তিনি বলতেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ যখন তিনি রুকূ পিঠ তুলতেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অন্য

→

মুক্তাদীকে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার আদেশ দিয়েছেন।[২]
নবীজী ﷺ-ও বলতেন। কখনো এরচে' বড় দুআ পড়তেন।[৩]

←

বর্ণনামতে, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ।"

-সহীহ বুখারী (৭৮৯), সহীহ মুসলিম (৩৯২)।

[১] «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».

"এরপর রুকূ করে স্থির হও। এরপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

-সহীহ বুখারী (৭৯৩), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

«وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا».

"তিনি রুকূ থেকে মাথা তুললে সোজা হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত সেজদায় যেতেন না।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩)।

[২] «وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

"যখন ইমাম বলেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তোমরা বলো رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ।"

-সহীহ বুখারী (৭২২, ৬৮৯), সহীহ মুসলিম (৪১১)।

[৩] كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

→

বড় বড় দুআগুলো সাধারণত নফল ও তাহাজ্জুদে পড়তেন।[১] এবং রুকূ থেকে উঠে বিলম্ব করতেন।[২]

সাহাবা কেরাম জামাআতে নামাযরত অবস্থায় রুকূ-সেজদা নবীজী ﷺ এর সাথেই করতেন, পূর্বে করতেন না।[৩]

←

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে পিঠ তোলার সময় বলতেন, «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ...» "

-সহীহ মুসলিম (৪৭৬) সুনানে আবূ দাউদ (৮৪৬) দ্র. সহীহ বুখারী (৭৯৯)।

[১] সুনানে নাসাঈ (১০৬৯, ১১৪৫), যাদুল মাআদ, ১/২১১।

[২] সহীহ বুখারী (৮২১) সহীহ মুসলিম (৪৭২)।

[৩] عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَسْجُدَ».

"বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আমরা যখন নামায পড়তাম আর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন আমাদের কেউ পিঠ বাঁকা করত না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় যেতেন। এরপর আমরা সেজদায় যেতাম।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৮১), সহীহ বুখারী (৬৯০), সহীহ মুসলিম (৪৭৪)।

সেজদা

নবীজী ﷺ তাকবীর বলে সেজদায় যেতেন।[১] ধীরস্থির ও স্বাভাবিকভাবে সেজদা আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিতেন।[২]
সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, পরে হাত, এরপর মুখ

---

[১] «ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِداً)، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا».

"এরপর সেজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন (অন্য বর্ণনামতে, যখন সেজদায় নেমে যেতেন), এরপর যখন মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর নামায শেষ করা পর্যন্ত তিনি পুরো নামাযে তাকবীর বলতেন।"

-সহীহ বুখারী (৭৮৯), সহীহ মুসলিম (৩৯২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬২৪)।

[২] «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ»

"সেজদায় স্থির হও।"

-সহীহ বুখারী (৮২২), সহীহ মুসলিম (৪৯৩)।

«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا».

"এরপর সেজদা করে স্থির অবস্থায় সেজদা কর।"

-সহীহ বুখারী (৭৫৭) , সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

জায়নামাযে রাখতেন।[১] সেজদায় যাওয়ার সময় কাপড় গুটাতেন না, আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতেন।[২]

সেজদা দু'হাত, দু'হাঁটু, দু'পা এবং মুখ- এই 'সাত অঙ্গের'

---

১. «إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

"যখন সেজদায় যেতেন হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতেন। যখন দাঁড়াতেন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৬৮), সুনানে আবূ দাউদ (৮৩৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬২৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯১২)।

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ»

-(হাসান) সুনানে দারাকুতনী (১৩০৮), মুসতাদরাকে হাকেম ১/২২৬, সুনানে বায়হাকী ২/৯৯, আলআহাদীসুল মুখতারা (২৩১০)।

২. «وَلاَ يَكُفُّ شَعْراً وَلاَ ثَوْباً».

"চুল বা কাপড় গুটিয়ে রাখতেন না।"

-সহীহ বুখারী (৮০৯), সহীহ মুসলিম (৪৯০)।

উপর ভর দিয়ে আদায় করতেন।[১] দু'হাতের মাঝখানে নাক ও কপাল ভালোভাবে রাখতেন।[২] দু'হাতের তালু কান বরাবর রাখতেন।[৩] হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী করে রাখতেন।[৪] দু'পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী করে গোড়ালীদ্বয় দাঁড়

---

[১] «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ».

"নবীজীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সাত অঙ্গ নিয়ে সেজদা করতে, চুল বা কাপড় গুটিয়ে না রাখতে। সাত অঙ্গ হলো কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পা।"

-সহীহ বুখারী (৮০৯) সহীহ মুসলিম (৪৯০)।

[২] «فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ».

"যখন সেজদা করলেন দু'হাতের মাঝে সেজদা করলেন ।"

-সহীহ মুসলিম (৪০১), মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৬৬)।

[৩] «ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْه».

"এরপর তিনি সেজদা করলেন। তখন দুই হাতকে কান বরাবর রাখলেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৮৮৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৬০), মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৭০)।

[৪] «كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ».

"যখন তিনি রুকূ করতেন আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখতেন। আর

→

করে রাখতেন।[১]

নবীজী ﷺ হাঁটুর সাথে কনুইকে এবং পাঁজরের সাথে বাহুকে মিলাতেন না, বরং ফাঁকা রাখতেন।[২] পুরুষদেরকে হাত মাটির

←

যখন সেজদা করতেন আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন।"

(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯২০), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৪২), মুসতাদরাকে হাকেম (৮২৬) ১/২২৭।

«وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ»

"তিনি যখন সেজদা করতেন তখন আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতেন।"

-(হাদীস হাসান) মুসনাদে সার্‌রাজ (৩৫২), সুনানে বায়হাকী ২/১১৩।

[১] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ».

"আমি তাঁকে সেজদারত পেলাম, পা দাঁড় করানো, আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী।"

-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯৩৩), মুস্তাদরাকে হাকেম (৮৩২) ১/২২৮।

[২] «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا».

"তিনি যখন সেজদা করলেন হাত (এমনভাবে) রাখলেন ছড়িয়েও নয়, গুটিয়েও নয়।"

→

সাথে বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন[১] এবং পিঠ সোজা রাখতে বলেছেন।[২]

←

-সহীহ বুখারী (৮২৮), সুনানে আবূ দাউদ (৭৩২)।

«إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ».

"যখন সেজদায় গেলেন বাহুদ্বয়কে দু'পাশ থেকে পৃথক রাখলেন।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৯০০), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৮৬)।

[১] «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ»

"যখন সেজদা করবে তখন হাত মাটিতে রাখো এবং কনুই উঁচু করে রাখো।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৪), মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৯১), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯১৬), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৫৬)।

«اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ».

"সেজদায় স্থির হও, তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত হাত বিছিয়ে না দেয়।"

-সহীহ বুখারী (৮২২) সহীহ মুসলিম (৪৯৩)।

[২] «لاَ تَجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ -يَعْنِي- صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

"সে নামায সঠিক নয় যে নামাযে (অর্থাৎ রুকূ-সেজদায়) মুসল্লী তার পিঠ সোজা রাখে না।"

(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৬৫), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৫৯১), সহীহ

→

সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى বারংবার বলতেন।[১] কখনো তিনবার বলতেন।[২] তাহাজ্জুদে কখনো আরো বড় দুআ

←
ইবনে হিব্বান (১৮৯২)।

১ عَنْ حُذَيْفَةَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَكَعَ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، وَفِيْ سُجُوْدِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

"হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি রুকূতে গিয়ে «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، পড়লেন, আর সেজদায় গিয়ে পড়লেন «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى». "

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০৪৬), সহীহ মুসলিম (৭৭২), মুসনাদে আহমাদ (৩৫১৪)।

২ «وَإِذَا سَجَدَ (أَحَدُكُمْ) فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».

"কেউ যদি সেজদা করে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' তিনবার বলে তার সেজদা পরিপূর্ণ হয়। এই তিনবার তাসবীহ হলো সর্বনিম্ন তাসবীহ।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (২৬১), সুনানে আবূ দাউদ (৮৮৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯০)।

পড়তেন।[১] সাহাবা কেরামকে গুরুত্বের সাথে সেজদায় দুআ পড়তে বলেছেন।[২] তাকবীর বলে স্থির হয়ে শান্তভাবে বসতেন।[৩] সেজদার পূর্বে বা পরে হাত তুলতেন না।[৪]

প্রথম বৈঠকের মতো বসতেন। অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রাখতেন। পায়ের গোড়ালীর উপর বসতে নিষেধ

---

[১] সুনানে নাসাঈ (১১২৮), যাদুল মাআদ ১/৩২০।

[২] সহীহ মুসলিম (৪৭৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৬৪), সুনানে নাসাঈ (১০৪৫)।

[৩] «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثم ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».

"এরপর তুমি সেজদা করে সেজদা অবস্থায় স্থির হও। এরপর মাথা তুলে স্থির হয়ে বসো।"

-সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

«وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ.

"তিনি যখন সেজদা থেকে মাথা তুলতেন সোজা হয়ে বসার পূর্বে সেজদায় যেতেন না।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮)। দ্র. সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩)।

[৪] «وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ».

"সেজদায় যাওয়ার সময় এবং সেজদা থেকে মাথা তোলার সময় তিনি তা করতেন না।"

-সহীহ বুখারী (৭৩৮), সহীহ মুসলিম (৩৯০)।

করেছেন।[১] আঙ্গুলি কিবলামুখী রাখতেন।[২] দু'হাত দু'পায়ের

---

[১] «كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ»

"তিনি পায়ের গোড়ালীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৯৫৬)।

«لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ»

"কুকুরের বসার মত বসো না।"

[২] «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا».

"তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান বা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অন্য বর্ণনায়, তিনি তার উপর বসতেন।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩), মুসনাদে আহমাদ (২৫৬১৭)। দ্র. যাদুল মাআদ ১/২৩০, ২৩৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৭৭)।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى».

"ইবনে উমার রা. বলেন, নামাযের সুন্নাত হলো ডান পা দাঁড় করে রেখে তার আঙ্গুল কেবলামুখী রাখা এবং বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১১৫৮), সহীহ বুখারী (৮২৭)।

হাঁটুর কাছাকাছি উরুর উপর রাখতেন[১] এবং প্রথম সেজদার মতো দ্বিতীয় সেজদা আদায় করতেন।

নফল নামাযে দু'সেজদার মাঝখানে নবীজী ﷺ দুআ পড়তেন।[২]

---

[১] «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى».

"যখন তিনি নামাযে সেজদা করতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। অন্য বর্ণনায়, বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন।"

-সহীহ মুসলিম (৫৮০, ৫৭৯), মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (১৪৫) ১/২২৮, সুনানে নাসাঈ (১২৬৭), মুসনাদে আহমাদ (৫৩৩১)।

[২] «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي» ثُمَّ سَجَدَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে দু'সেজদার মাঝের বৈঠকে বলতেন, «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي» এরপর তিনি সেজদায় যেতেন।"

-(হাসান) মুসনাদে আহমাদ (২৮৯৫), সুনানে আবূ দাউদ (৮৫০)।

দ্বিতীয় রাকআত

নবীজী ﷺ দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, মাঝখানে বসতেন না।[১]

চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকআতেও সেজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন।

সেজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে মাথা, পরে হাত, এরপর হাঁটু উঠাতেন।[২] প্রয়োজন ছাড়া যমীনে ভর দিতেন না,

---

[১] «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا».

"এরপর সেজদা করে সেজদায় গিয়ে স্থির হও। এরপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

-সহীহ বুখারী (৬৬৬৭) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৯৭), সুনানে নাসাঈ (৮৮৪), সুনানে তিরমিযী (৩০৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৬০)।

«ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ».

"তিনি তাকবীর বলে দাঁড়ালেন, মাঝে বসেননি।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৭৩৩, ৯৬৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৬৬), শরহু মুশকিলিল আছার (৬০৭২) শরহু মাআনিল আছার ২/৩৭৬, (৭১৬৭), সুনানে বায়হাকী ২/১০১।

[২] «وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

"যখন দাঁড়াতেন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।"

→

হাঁটুতে ভর দিয়েই দাঁড়াতেন।[১]
দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের মতোই আদায় করতেন।[২]
দ্বিতীয় রাকআতের শুরুতে 'ছানা' ও 'তাআওউয' পড়তেন না। প্রথমেই সূরা ফাতিহা পড়তেন।[৩]

←

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৬৮), সুনানে আবূ দাউদ (৮৩৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬২৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯১২)।

[১] «وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ».

"যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন হাঁটু ও উরুতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (৮৩৯) সুনানে বায়হাকী ২/৯৯।

[২] «اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ».

"প্রতি রুকূ সেজদায় তুমি তা কর।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৯৫)। দ্র. সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)।

[৩] «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَلَمْ يَسْكُتْ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়াতেন নীরব না থেকে ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ বলে কিরাআত শুরু করতেন।"

→

তাশাহ্হুদ

নবীজী ﷺ দ্বিতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সেজদা শেষ করে তাকবীর বলে বসতেন।[১] বাম পা বিছিয়ে বসতেন, ডান পা খাড়া রাখতেন।[২] পায়ের আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখতেন।[৩]

নবীজী ﷺ তাশাহ্হুদে বাম হাত বাম রানের উপর হাঁটুর কাছাকাছি স্বাভাবিকভাবে রাখতেন। ডান হাতও এভাবে

←

-সহীহ মুসলিম (৫৯৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৬০৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯৩৬)।

১ «كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ».

"প্রতি দুই রাকআতে তিনি আততাহিয়্যাতু পড়তেন।"

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), মুসনাদে আহমাদ (২৪০৭৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৬৮)।

২ «كَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى».

"যখন তিনি বসতেন বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা দাঁড় করে রাখতেন।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

৩ সুনানে নাসাঈ (১১৫৮), সহীহ বুখারী (৮২৭)।

রাখতেন।[১]

ইশারা করার সময় ডান হাতের আঙ্গুল রাখার একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তবে এভাবেও রাখতেন– অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল ভাঁজ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলক বানাতেন।[২]

নবীজী ﷺ সাহাবা কেরামকে তাশাহ্হুদ গুরুত্বের সাথে শেখাতেন।[৩] তাশাহ্হুদে বসে এই দুআ (তাহিয়্যা) নিম্নস্বরে

---

[১] «إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ».

"দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকাতে তিনি যখন বসতেন দুই হাত দুই উরুর উপর রাখতেন, এরপর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১১৬১), সুনানে বায়হাকী ২/১৩২।

[২] قَالَ وَائِلُ بْنِ حُجْرٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَلَّقَ الْإِبْهَام وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا، يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ» وفي رواية: «وقَبَضَ ثِنْتَيْنِ».

"ওয়াইল বিন হুজর রা. বলেন, আমি নবীজীকে দেখেছি, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত তৈরি করেছেন এবং এদুটির সংলগ্ন আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করেছেন। অন্য বর্ণনামতে, অপর দুই আঙ্গুল তিনি গুটিয়ে রেখেছিলেন।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৯১২), সুনানে আবূ দাউদ (৭২৬), সুনানে নাসাঈ (১২৬৫)।

[৩] «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ».

→

পড়তেন[১]

التَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা

←

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহহুদ শেখাতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শেখাতেন।"

-সহীহ মুসলিম (৪০৩), সহীহ বুখারী (৬২৬৫)।

১ «فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ – إِلَى قَوْلِهِ – الصَّالِحِين».

"কেউ যখন নামাযে বসে সে যেন বলে, আততাহিয়্যাতু ... শেষ পর্যন্ত।"

-সহীহ বুখারী (৬২৩০, ৬৩২৮) সহীহ মুসলিম (৪০২)।

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ: «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ».

"ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নামাযের সুন্নাহ হলো তাশাহহুদ নিম্নস্বরে পড়া।"

-(সহীহ) মুসতাদরাকে হাকেম (৮৩৮) ১/২৩০, সুনানে আবূ দাউদ (৯৮৬)।

ইশারা করা উত্তম।[১] বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল নাড়ানো সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নয়। ইশারা করার সময়

---

[১] «فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ»

"নবীজী ﷺ শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে তারপর যমীনের দিকে ইশারা করতে করতে বললেন, আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।"

-সহীহ মুসলিম (১২১৮), দ্র. সহীহ বুখারী (১৭৪১), সুনানে নাসাঈ (৩১৮২), সুনানে আবু দাউদ (১৯০৫), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩৯৪৪)।

«عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَيَّ فَقَالَ: «أَحِّدْ أَحِّدْ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»

"হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমি আমার দুই আঙ্গুল উঠিয়ে দুআ করছিলাম। নবীজী ﷺ তখন বললেন, এক, এক (এক আঙ্গুল দিয়ে দুআ করো।) এবং ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন।" (এখানে এ আঙ্গুল দিয়ে ইশারার নির্দেশ দ্বারা তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১৪৯৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৩২৫৫), সুনানে কুবরা-নাসাঈ (১১৯৬), মুস্তাদরাকে হাকেম (১৯৬৬)।

আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[১]
দু'রাকআত বিশিষ্ট নামাযে তাশাহ্হুদের পর দরূদ ও দুআ পড়তেন।[২] সাধারণত এই দরূদ পড়তেন।[১]

---

[১] وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَه.

"তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তাঁর দৃষ্টি ইশারাকে ছাড়িয়ে যেত না।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৬১০০) সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯৪৪) সুনানে আবূ দাউদ (৯৯০)।

[২] «إذا صَلَّى أحَدُكُم فليَبْدأ بتَمْجيدِ رَبِّه والثَّناءِ عليه، ثم يُصَلِّي على النبيِّ ﷺ، ثم يدعو بعدُ بما شاءَ».

"কেউ যখন নামায পড়ে (এবং তাশাহহুদে দুআ করে) সে যেন তাঁর প্রতিপালকের বড়ত্ব ও প্রশংসা দিয়ে শুরু করে। এরপর নবীর নামে দরূদ পড়ে। এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১৪৮১), সুনানে তিরমিযী (৩৪৭৭)।

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ».

"মুছল্লী নামাযে তাশাহহুদ পড়বে। এরপর সে নবীর নামে দরূদ পড়বে, এরপর নিজের জন্যে দোয়া করবে।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩০৪৩), মুসতাদরাকে হাকেম

→

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

দরূদ শেষে দুআ পড়তেন। হাদীসে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। নবীজী ﷺ আবূ বকর রা.কে এই দুআ শিক্ষা দিয়েছিলেন,[২]

←

(৯৯০) ১/২৬৮। দ্র. সুনানে নাসাঈ (১১৬৩)।

[১] قال: «قولوا: اللهم صل على محمد ... إنك حميد مجيد».

"তিনি বললেন, তোমরা বলো, اللهم صل على محمد ..... إنك حميد مجيد পর্যন্ত।"

-সহীহ মুসলিম (৪০৫) সহীহ বুখারী (৪৭৯৭)।

[২] عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ ...».

"আবুবকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, আপনি আমাকে দোয়া শেখান, যে দোয়া আমি নামাযে পড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো....."

→

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত

নবীজী ﷺ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দু'রাকআত লম্বা করতেন।[১]

তিন বা চার রাকআতের নামাযে প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ পড়তেন।[২] তাশাহ্হুদ শেষে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যেতেন।[১]

←

-সহীহ বুখারী (৮৩৪) সহীহ মুসলিম (২৭০৫)।

[১] قَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: «أَمَّا أَنَا، فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

"সা'দ রা. উমার রা.কে বললেন, আমি প্রথম দু'রাকাতে কেরাত দীর্ঘ করি আর পরের দু'রাকাতে কেরাত সংক্ষিপ্ত করি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অনুসরণ করতে ত্রুটি করি না।"

-সহীহ বুখারী (৭৭০), সহীহ মুসলিম (৪৫৩)।

[২] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا ...قال: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ

→

ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়ে রুকূতে যেতেন। অন্য সূরা মিলাতেন না।[২] নবীজী ﷺ থেকে

←

حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ».

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মাঝে ও নামাযের শেষে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন। .... তিনি বলেন, যদি নামাযের মাঝের তাশাহহুদ হয় তাহলে তাশাহহুদ শেষ করে তিনি দাঁড়াতেন। আর যদি শেষে হতো তাহলে তাশাহহুদ পাঠের পর যা দোয়া ইচ্ছা পড়তেন, এরপর সালাম ফেরাতেন।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৪৩৮২) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৭০২)।

[১] «يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ».

"দ্বিতীয় রাকাতে বসা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।"

-সহীহ বুখারী (৮০৩) সুনানে নাসাঈ (১০২৩)।

[২] « إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা ও দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তেন। তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদের শোনাতেন। তিনি

→

শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবা রা. থেকেও সূরা ফাতিহা না পড়া প্রমাণিত।[১] নফল নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতেন।[২] পূর্বোল্লিখিত নিয়মেই রুকূ সেজদা আদায়

←

প্রথম রাকআত যতটুকু দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকআত অতটুকু দীর্ঘ করতেন না। এরূপ করতেন আসরে ও ফজরেও।"

-সহীহ বুখারী (৭৭৬), সহীহ মুসলিম (৪৫১)।

[১] «كَانَ عَلِيّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»

"আলী রা. যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতেহা ও আরেকটি সূরা পড়তেন। শেষ দু'রাকআতে পড়তেন না।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২৬৫৬), দ্র.আলমুজামুল কাবীর (৯৩১৩)।

[২] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ... قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ».

"আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঊর্ধ্বগামী হওয়ার সময় চার রাকআত নামায পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ, আপনি কি প্রতি রাকাতে কেরাত পাঠ করেন? তিনি বললেন,

→

করতেন।

নবীজী ﷺ এর আখেরী বৈঠক প্রথম বৈঠক তথা দ্বিতীয় রাকআতের পর তাশাহ্হুদের বৈঠকের মত ছিলো। আখেরী বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ ও অন্য দুআ পড়তেন।

সালাম

নবীজী ﷺ শেষ বৈঠকে দুআর পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন।[১]

←
হ্যাঁ।"

-(হাদীস হাসান) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৩২), সুনানে বায়হাকী ২/৪৮৮।

[১] «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

"নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। নামাযের তাহরীমা (নামায পরিপন্থী সকল কাজকে হারাম করে) হলো তাকবীর, নামাযের তাহলীল (সকল কাজকে হালাল করে) হলো সালাম।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩, ২৩৮), সুনানে আবূ দাউদ (৬১), দ্র. সুনানে তিরমিযী (২৩৮), সুনানে ইবনে মাজা (২৭৬)।

«كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ».

"তিনি ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফেরাতেন- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

→

সালাম দীর্ঘায়িত করতেন না।[১] সালাম ফিরানোর সময় স্বাভাবিকভাবে এতোটুকু পরিমাণ 'মাথা মুবারক' ঘুরাতেন যে, নবীজী ﷺ এর 'গাল মুবারক' পিছনে উপস্থিত মুসল্লিদের দৃষ্টিগোচর হতো।[২] সালামের পর দুআ করতেন। সুন্নাতে রাতিবা থাকলে তা আদায় করতেন।

←

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৯৫), সুনানে নাসাঈ (১৩২৪), সুনানে আবূ দাউদ (৯৯৭)।

১ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ».

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামে অতিরিক্ত টান না দেয়া সুন্নাত।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (২৯৭) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৭৩৪) মুসতাদরাকে হাকেম (৮৪২), ১/২৩১।

২ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ».

"আমির ইবনে সাদ রা. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডানে ও বামে সালাম ফেরাতে মাথা এটুকু ঘুরাতে দেখেছি যে, তাঁর গালের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।"

-সহীহ মুসলিম (৫৮২), সুনানে নাসাঈ (১৩১৬)।

সেজদায়ে সাহু

নবীজী ﷺ নামাযে ভুল হলে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন।[১] পুরুষদের 'সুবহানাল্লাহ' বলে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন।[২] একবার দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক না করে উঠে যান। পরে সেজদায়ে সাহু আদায় করে নামায শেষ করেন।[৩]

---

[১] «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي».

"আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। ভুলে যাই তোমরা যেমন ভুলে যাও। সুতরাং যখন আমি ভুলে যাই আমাকে তোমরা স্মরণ করিয়ে দিবে।"

-সহীহ বুখারী (৪০১) সহীহ মুসলিম (৫৭২)।

[২] عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

"নবীজী বলেছেন, পুরুষের জন্যে তাসবীহ আর মহিলার জন্যে হাতে আওয়াজ।"

-সহীহ বুখারী (১২০৪) সহীহ মুসলিম (৪২২)।

[৩] সহীহ বুখারী (৮৩০) সুনানে তিরমিযী (৩৬৫), সুনানে আবূ দাউদ (১০৩৭)।

«فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ».

"তিনি নামায শেষ করার পর দুই সেজদা দিলেন। এরপর সালাম ফেরালেন।"

-সহীহ বুখারী (১২২৫), সহীহ মুসলিম (৫৭০), সুনানে আবূ দাউদ (১০২১), যাদুল মাআদ, ১/২৮০।

আরেকবার যোহর বা আছরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন।

পরক্ষণে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সেজদায়ে সাহু দিয়ে নামায শেষ করেন।[১]

আরো একদিন এক রাকআত বাকি রেখেই সালাম ফেরান। স্মরণ করিয়ে দেয়ামাত্র সেজদায়ে সাহু দিয়ে নামায পূর্ণ করেন।[২]

অন্য একদিন যোহরের নামায ভুলে পাঁচ রাকআত আদায় করেন, স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে সেজদায়ে সাহু দিয়ে নামায শেষ করেন।[৩]

নবীজী ﷺ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ে নামাযের রুকন পূর্ণ করতেন। তারপর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরসহ দু'টি সেজদা আদায় করতেন।[৪] পরে স্বাভাবিক নিয়মে

---

[১] সহীহ বুখারী (১২২৭), সহীহ মুসলিম (৫৭৩)।

[২] সুনানে আবূ দাউদ (১০২৩), মুসনাদে আহমাদ (২৭২৫৪)।

[৩] সহীহ বুখারী (৪০১), সহীহ মুসলিম (৫৭২)।

[৪] فَلَمَّا أَتَمَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ»

"যখন মুগীরা বিন শু'বা রা. নামায শেষ করলেন এবং সালাম ফেরালেন তিনি দুটি সেজদায়ে সাহু করলেন। এরপর যখন সালাম ফেরালেন বললেন, আমি যেমন করলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

→

তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআয়ে মাছূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন।[১]

সর্বোপরি নবীজী ﷺ নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে কিংবা আগ-পিছ হলে বা রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলে

←

ওয়াসাল্লামকে তেমন করতে দেখেছি।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১০৩৭), সুনানে তিরমিযী (৩৬৫)।

«فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَلَّمَ».

"তিনি যা ছুটে গিয়েছিলো তা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফেরালেন। এরপর তাকবীর বলে সেজদা করলেন অনুরূপ সেজদা বা আরো দীর্ঘ। এরপর মাথা তুলে তাকবীর বললেন। এরপর তাকবীর বলে সেজদা করলেন অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ। এরপর মাথা তুললেন এবং তাকবীর বলে সালাম ফেরালেন।"

-সহীহ বুখারী (৪৮২), সহীহ মুসলিম (৫৭৩)।

«إِنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ».[১]

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। এরপর ভুল করলেন, ফলে দুটি সেজদা দিলেন। এরপর তাশাহহুদ পড়লেন ও সালাম ফেরালেন।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩৯৫), সুনানে আবূ দাউদ (১০৩৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১০৬২), ফাতহুল বারী- ইবনে হাজার রাহ. ৩/১২১।

'সেজদায়ে সাহু' দিতে বলেছেন।[১]

জামাআতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ এর পিছনে মুক্তাদীর কোনো ভুল হলে সেজদা সাহু দিতে বলেননি। তবে নবীজী ﷺ সেজদা সাহু দিলে মুক্তাদী সাহাবা কেরামও সেজদা দিয়েছেন। মাসবূক হলেও এমনই করবে।[২]

---

[১] إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

"যদি কেউ নামাযে কমবেশ করে ফেলে সে যেন দুটি সেজদা দেয়।"

-সহীহ বুখারী (৪০১), সহীহ মুসলিম (৫৭২)।

[২] اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ».

"ইমাম দায়িত্বপ্রাপ্ত।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২০৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৫২৮)। দ্র. সুনানে দারা কুতনী (১৪১৩) ২/২১২, সুনানে বায়হাকী, ২/৩৫২, ইলাউস সুনান, ৭/১৬৮।

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন তাঁর বসা ছিলো। যখন নামায পূর্ণ করলেন তখন দুটি সেজদা করলেন। সালাম ফেরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় প্রতি সেজদায়

→

নবীজী ﷺ বলেছেন, নামাযে সন্দেহ হলে (রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলে) প্রবল মতানুসারে আমল করবে, তারপর সেজদা সাহু দিবে।[১] আর স্থির সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে অপেক্ষাকৃত

←
তিনি তাকবীর বলেছেন। লোকেরাও তাঁর সাথে সেজদা করেছে, ভুলে না বসার স্থলবর্তী হিসেবে।"

সহীহ বুখারী (১২৩০), সহীহ মুসলিম (৫৭০)।

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، ...فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا».

"ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছে যেন তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং তোমরা তার সাথে ভিন্ন আচরণ করো না। যখন সে সেজদা করে তোমরা সেজদা কর।"

-সহীহ বুখারী (৭২২), সহীহ মুসলিম (৪১৪)।

[১] «وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

"যদি নামাযে তোমাদের কারো সন্দেহ হয় সে যেন সঠিকটির সন্ধান করে এবং সে হিসাবেই নামায পূর্ণ করে। এরপর সালাম ফেরায়, এরপর দুটি সেজদা করে।"

-সহীহ বুখারী (৪০১), সহীহ মুসলিম (৫৭২)।

সাহাবা ও তাবেয়ীনের অনেকেই প্রথমবারের ক্ষেত্রে নামায পুনরায় পড়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৩/৪৩৫।

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ».

→

কম সংখ্যা অর্থাৎ, 'চার-তিনের' মাঝে সন্দেহ হলে 'তিন' ধরে নিয়ে নামায পুরো করবে এবং সেজদায়ে সাহু দিবে।[১]
নফল ও সুন্নাত নামাযে ভুল হলেও সেজদায়ে সাহু দিতে হবে।[২]

ছুটে যাওয়া রাকআত

একবার নবীজী ﷺ এর অনুপস্থিতিতে সাহাবা কেরাম ফজরের নামায শুরু করেন। নবীজী ﷺ উপস্থিত হতে হতে এক রাকআত শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি ইমামের 'ইকতিদা'

←
"যা তোমাকে সন্দেহগ্রস্ত করে তা ছেড়ে দিয়ে ঐ বিষয় গ্রহণ করো, যা তোমাকে সন্দেগ্রস্ত করে না। সত্য হলো নিশ্চিন্ত অবস্থা আর মিথ্যা হলো সন্দেহ।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৭২৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (৭২২)।

[১] সহীহ মুসলিম (৫৭১), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৬৬৯)।

[২] عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُهُ يَسْجُدُ بَعْدَ وَتْرِهِ سَجْدَتَيْنِ».

"আবুল আলিয়া রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.কে দেখেছি, নামায শেষ হওয়ার পর তিনি দু'টি সেজদা করেছেন।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৭৮৪); দ্র. আলআওসাত (১৭০৪)।

করেন। ইমামের সাথে নামায শেষ হলে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করেন।[১]

তিনি বলেন, ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই ইকতিদা করবে। জামাআতের দিকে দৌড়ে নয়, বরং প্রশান্তচিত্তে আসবে। এবং ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করবে।[২]

---

[১] «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ ...فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلاَةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে রয়ে গেলেন, আমিও তাঁর সাথে পেছনে থেকে গেলাম। এরপর আমরা লোকদের কাছে পৌঁছলাম, তারা ইতোমধ্যে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছে। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তাদের নিয়ে নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে রুকূতে গেলেন। যখন তিনি টের পেলেন নবীজী উপস্থিত, তিনি পেছনের দিকে যেতে শুরু করলেন। নবীজী (নামায পড়ানোর জন্য) তাকে ইশারা করলেন। তিনি তাদের নিয়ে নামায শেষ করলেন। যখন তিনি সালাম ফেরালেন আমি ও নবীজী দাঁড়ালাম। আমরা সে রাকআত আদায় করলাম, যা আমাদের ছুটে গিয়েছিলো।"

-সহীহ মুসলিম (২৭৪), সুনানে আবূ দাউদ (১৪৯)।

[২] «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ

→

ইমামের সাথে রুকূ পেলে রাকআত পেয়েছে বলে ধরা হবে। নবীজী ﷺ বলেছেন, ইমামকে রুকূতে পেলে তোমরাও (দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং রুকূর তাকবীর বলে) রুকূতে যাবে। আর যে রুকূ পেয়েছে সে রাকআত পেয়েছে।[১]

←

السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَأَقْضُوا».

"যখন তোমরা মসজিদে আসো তখন দৌড়ে এসো না। প্রশান্তচিত্তে তোমরা মসজিদে এসো। এরপর যতটুকু পাবে আদায় কর। আর যতটুকু ছুটে যাবে তা পরে আদায় কর।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৭২৫০), সুনানে বায়হাকী ২/২৯৭।

«فصَلُّوا ما أدركتُم، واقضُوا ما سَبقكم».

"যতটুকু পাবে নামায পড়, যতটুকু ছুটে যাবে পড়ে পড়ো।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৫৭৩), মুসনাদে বাযযার (৮৬৪৪)।

[১] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جِئْتُمْ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا، وَإِنْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوعُ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা নামাযে আসার পর ইমাম রুকূ অবস্থায় থাকেন তোমরা রুকূ কর। যদি তিনি সেজদারত থাকেন তোমরা সেজদা কর। কোনো সেজদাকে গণনা করো

→

←
না, যদি তার সাথে রুকূ না করা হয়।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে বায়হাকী ২/৮৯, সুনানে আবূ দাউদ (৮৯৩)।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

"আবু বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে এসে নবীজীকে রুকূ অবস্থায় দেখে কাতারে পৌঁছার পূর্বেই রুকূ করলেন। (নামাযের পর) নবীজীর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করা হলে নবীজী বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিক, আর এমনটি করো না।"

-সহীহ বুখারী (৭৮৩), সুনানে বায়হাকী ২/৯০।

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ».

"ইমাম পিঠ সোজা করার পূর্বে যদি কেউ এক রাকআতও পায় তাহলে সে নামায পেলো।"

-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৫৯৫)

«بابُ ذكرِ الوَقتِ الذي فيه يكونُ المأمومُ مُدرِكا للركعةِ إذا ركعَ الإمامُ قبلَهُ»

আরও জানতে দেখুন, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায পৃ. ২৮৪-২৮৯।

কাযা নামায

নবীজী ﷺ ঘটনাক্রমে কখনো নামায ছুটে গেলে স্মরণ/সুযোগ হওয়ামাত্র জামাআতের সাথে কাযা আদায় করে নিতেন[১] এবং অন্যদেরকেও আদায় করতে বলেছেন, ইচ্ছায় কাযা হোক বা অনিচ্ছায়।[২]

---

[১] «... فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ... ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ».

"এরপর কেউ জাগলেন না, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বেলাল আর না অন্য কোনো সাহাবী। একসময় সূর্যের আলো তাদের চেহারায় লাগলো। .... এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং বেলাল রা.কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে ফজর নামায পড়লেন।"

-সহীহ মুসলিম (৬৮০), সুনানে আবূ দাউদ (৪৩৫) সুনানে ইবনে মাজাহ (৬৯৭)।

[২] «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا».

"যদি কেউ নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে সে যেন মনে পড়ামাত্র আদায় করে নেয়।"

-সহীহ বুখারী (৫৯৭), সহীহ মুসলিম (৬৮৪), সুনানে আবূ দাউদ

→

←

(৪৪২)। হাদীসে 'نَسِيَ' শব্দের মাঝে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া নামাযও অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ সূরা তাওবা আয়াত নং ৬৭।

« دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»

"আল্লাহ তাআলার হকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য। (নবীজী ﷺ ফরয ইবাদাতকে 'দাইন' তথা ঋণ বলেছেন এবং আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।)"

-সহীহ বুখারী (১৯৫৩) সহীহ মুসলিম (১১৪৮), মুসনাদে আহমাদ (২০০৫), সুনানে আবু দাউদ (৩৩১০), সুনানে বায়হাকী ৪/২৫৫।

«إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي»

"কেউ যদি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা নামাযে বিষয়ে উদাসীন থাকে তাহলে মনে পড়ামাত্র সে তা আদায় করে। আল্লাহ বলেন, আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।"

-সহীহ মুসলিম (৬৮৪), মুসনাদে আহমাদ (১২৯০৯)।

মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে পরে তা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন,

«ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها

→

নবীজী ﷺ এর খন্দকের যুদ্ধে তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। ফারেগ হয়ে এশার পূর্বে তারতীব তথা নামাযের বিন্যাস অনুসারে যোহর, আসর ও মাগরিবের কাযা আদায় করেন। এরপর এশার নামায আদায় করেন।[১] বিতির নামায ছুটে গেলে পরে আদায় করতে বলেছেন।[২]

সুনানে রাতিবা এবং যে নফল নবীজী ﷺ নিয়মিত পড়তেন, কোনো কারণে ছুটে গেলে পরে আদায় করতেন।[৩]

←

كالصائم سواء؛ وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك...»

-আলইস্তিযকার ১/৭৮।

[১] (সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১১৪৬৫), সুনানে নাসাঈ (৬৬২), সুনানে তিরমিযী (১৭৯)। দ্র. সহীহ বুখারী (৫৯৬)।

[২] «مَنْ نَامَ عن وِتْرِه أو نسيه، فليُصَلِّه إذا ذَكَرَه»

"যে বিতির না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হওয়ামাত্র তা পড়ে নেয়।"

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১৪৩১), সুনানে তিরমিযী (৪৬৫)।

[৩] সহীহ মুসলিম (৭৪৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৫৮)।

সফরকালীন নামায

নবীজী ﷺ সফরে চার রাকআতবিশিষ্ট নামায দু'রাকআত পড়তেন।[১] সফর অবস্থায় নবীজী ﷺ ইমাম হলে দু'রাকআত পড়াতেন।[২]

---

[১] ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾

"যখন তোমরা যমীনে সফর করবে তখন তোমাদের নামায কসর করতে কোনো দোষ নেই। যদি আশংকা করো যে, কাফেররা তোমাদেরকে ফেতনায় ফেলবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

-সূরা নিসা, আয়াত: ১০১।

قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ».

"আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ যখন নামায ফরয করেছেন তখন ফরয করেছেন দুই রাকআত দুই রাকআত। এরপর সফরের নামায বহাল রাখা হয়েছে আর মুকীম অবস্থায় নামায বাড়ানো হয়েছে।"

-সহীহ বুখারী (৩৫০), সহীহ মুসলিম (৬৮৫)।

[২] «صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

→

নবীজী ﷺ মদীনায় নামায পড়িয়েছেন। সাহাবা কেরাম দূর-দূরান্ত থেকে আসতেন। নবীজী ﷺ এর পেছনে নামায পড়তেন। স্বাভাবিকভাবে তারা মুসাফির হলেও চার রাকআতই পড়তেন। আর নবীজী ﷺ তা সমর্থন করতেন (এর ব্যতিক্রম হাদীসে প্রমাণিত নয়)। তাই মুসাফির মুকীমের পেছনে নামায পড়লে ইমামের অনুসরণে মুকীমের নামায আদায় করবে।[১]

←

"উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা চার রাকআত পড়ে নাও, আমরা মুসাফিরদল।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (১২২৯), মুসনাদে আহমাদ (১৯৮৭৮)।

قَالَ عُمَرُ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ! أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

"উমার রা. বললেন, হে মক্কাবাসী, তোমরা চার রাকআত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফিরদল।"

-(সহীহ) মুয়াত্তা মালেক (১৫০৬), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪৩৬৯, ৪৩৭১)।

১ «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلاَّهَا وَحْدَهُ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ».

"ইবনে উমার রা. যখন ইমামের সাথে নামায পড়তেন চার রাকআত পড়তেন। আর একাকী নামায পড়লে দু'রাকআত পড়তেন।"

→

নবীজী ﷺ সফরের নিয়তে নিজ এলাকা অতিক্রম করলে

←

-সহীহ মুসলিম (৬৯৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১৪১৭০)।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ومَع عُثمانَ صَدرا مِن إمارتِه ثم أتمَّ... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا».

"ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি নবীজীর সাথে দু'রাকআত নামায পড়েছি। আবুবকর রা. এর সাথে দু'রাকআত পড়েছি। উমার রা. এর সাথে দু'রাকআত পড়েছি। উসমান রা. এর সাথে তাঁর খেলাফতের শুরুর দিনগুলোতে পড়েছি, তিনি চার রাকআত পূর্ণ পড়েছেন। ..... আবদুল্লাহ রা. চার রাকআত পড়েছেন।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১৯৬০), সহীহ বুখারী (১০৮৪, ১৬৫৭), সহীহ মুসলিম (৬৯৫)।

عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».

"মূসা বিন সালামা রাহ. বলেন, আমরা মক্কায় ইবনে আব্বাস রা. এর সাথে ছিলাম। আমি বললাম, আমরা যখন আপনাদের সাথে থাকি চার রাকআত নামায পড়ি। আর যখন কাফেলায় ফিরি তখন দু'রাকআত নামায পড়ি। তিনি বললেন, এটিই নবীজীর সুন্নাহ।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৬২), সহীহ মুসলিম (৬৮৮)।

'কসরের নামায' পড়তেন।[১] তিন দিন দিবা-রাত্রি স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেটে অতিক্রম করা যায়- এ পরিমাণ দূরত্বকে সফরে দূরত্ব স্থির করেছেন।[২]

---

[১] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ العَصْرَ رَكْعَتَيْنِ».

"আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবীজীর সাথে মদীনায় যোহর নামায পড়েছি চার রাকআত আর যুল হুলায়ফায় আছর নামায পড়েছি দুই রাকআত।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৫৪৫), সহীহ মুসলিম (৬৯০)। দ্র. মুসনাদে আবূ ইয়ালা (৫৮৬২)।

[২] «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন তিনরাত নির্ধারণ করেছেন মুসাফিরের জন্যে আর একদিন একরাত মুকীমের জন্যে।"

-সহীহ মুসলিম (২৭৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৩২২)।

«إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ».

"ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস রা. দুই রাকআত দুই রাকআত নামায পড়তেন। চার বারীদ (সফরের নির্দিষ্ট দূরত্ব) বা এর চেয়ে বেশি দূরত্ব

→

নবীজী ﷺ থেকে সাহাবা কেরাম নামাযের পদ্ধতি ও নিয়ম শিখেছেন। তাদের থেকে বর্ণিত, মুসাফির পনের দিনের বেশি একস্থানে অবস্থান করলে মুকীমের নামায পড়বে।[১] নবীজী ﷺ অবস্থানের নিয়ত না করলে (যেমন যুদ্ধরত অবস্থায়) কসরের নামায পড়তে থাকতেন; যতদিন অতিবাহিত হোক না কেন।[২]

←
হলে রোযা রাখতেন না।"

-(সহীহ) সুনানে বায়হাকী ৩/১৩৭, আলআওসাত (২২৫১), সহীহ বুখারী (১০৮৬, তা'লীকান)।

[১] قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا، فَوَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَأَتْمِمِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَأَقْصِرْ».

"আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন, যদি তুমি মুসাফির হও আর পনেরোদিন সে স্থানে অবস্থানের পোক্তা নিয়ত কর তাহলে পূর্ণ নামায পড়ো। আর যদি না জানো কবে তুমি সফর করবে, তাহলে কসর কর।"

-কিতাবুল আছার-ইমাম আবূ হানীফা; বর্ণনা: মুহাম্মাদ রাহ. (১৮৮), কিতাবুল হুজ্জাহ ১/১২০।

[২] «أقامَ رسولُ الله ﷺ بتبوك عشرينَ يوماً يقصُر الصلاة».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে বিশদিন অবস্থান করেছেন, তিনি নামায কসর করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১২৩৫), মুসনাদে আহমাদ (১৪১৩৯)।
→

নবীজী ﷺ প্রত্যেক নামায নির্ধারিত সময়ে পড়তেন।[১] দু'ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে আদায় করতেন না। প্রয়োজনে যোহরের নামায ওয়াক্তের শেষসময়ে আর আছরের

←
দ্র. সহীহ বুখারী (১০৮০)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» وفي رواية: «إِذَا أَزْمَعْتَ إِقَامَةً فَأَتِمَّ».

"আজারবাইজানে এক যুদ্ধে থাকা অবস্থায় ছয় মাস আমাদের উপর তুষারপাত হলো। ইবনে উমার রা. বলেন, আমরা দুই রাকআত নামায পড়তাম। এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন তুমি মুকীম হওয়ার নিয়ত করবে তখন পূর্ণ নামায পড়বে।"

-(সহীহ) সুনানে বায়হাকী ৩/১৫২, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪৩৩৯)। দ্র. মুসনাদে আহমাদ (৫৫৫২)।

[১] «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا إِلاَّ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ».

"মুযদালিফা ও আরাফা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নামায ওয়াক্তমত আদায় করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৩০১০), সহীহ বুখারী (১৬৮২), সহীহ মুসলিম (১২৮৯)।

নামায ওয়াক্তের শুরুর সময়ে পড়তেন। এমনিভাবে মাগরিবের নামায ওয়াক্তের শেষসময়ে আর এশার নামায ওয়াক্তের শুরুর সময়ে আদায় করতেন।[১]

---

[১] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ».

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন সফরের তাড়া থাকত মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতেন।"

-সহীহ বুখারী (১০৯১), সহীহ মুসলিম (৭০৩)।

عَن عَمرو قال: «سَمِعتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ».

"আমর বলেন, আমি আবুশ শা'ছা জাবেরকে বলতে শুনেছি, আমি ইবনে আব্বাস রা.কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পুরো আট রাকআত ও পুরো সাত রাকআত পড়েছি। আমি বললাম, হে আবুশ শা'ছা, ধারণা করি যোহরকে বিলম্বিত করেছেন আর আসরকে দ্রুত পড়েছেন এবং এশাকে দ্রুত পড়েছেন আর মাগরিব বিলম্বিত করেছেন? আমি বললাম, আমিও তা ধারণা করি।"

-সহীহ বুখারী (১১৭৪), সহীহ মুসলিম (৭০৫)।

বিতির ও ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত কখনো ছাড়তেন না।[১] সফরের হালতে অন্যান্য 'সুনানে রাতেবা' কখনো আদায় করতেন, কখনো আদায় করতেন না।[২] সুযোগ হলে নফল

---

[১] «رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي السَّفَر وَفِي رواية: وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا».

"সফরে নবীজী ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কখনো এই দুই রাকআত ছাড়তেন না।"

-সহীহ বুখারী (১১৫৯, কিতাব: ১৮ বাব: ১২), যাদুল মাআদ ১/৩০৫।

[২] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ».

"ইবনে উমার রা. বলেন, আমি নবীজীর সাথে ছিলাম। সফরে তাঁকে সুন্নাত পড়তে দেখিনি।"

-সহীহ বুখারী (১১০১), সহীহ মুসলিম (৬৮৯)।

قَالَ الْبَرَاءُ: «سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ».

"বারা রা. বলেন, আমি নবীজীর সাথে আঠারোটি সফর করেছি। আমি তাঁকে যোহরের পূর্বের দুই রাকআত ছাড়তে দেখিনি।"

-(সলিহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৫৮৩) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২৫৩) মুসতাদরাকে হাকেম (১১৮৭)।

পড়তেন।[১]

অসুস্থকালীন নামায

নবীজী ﷺ অসুস্থতার কারণে কখনো কখনো বসে নামায পড়েছেন।[২] অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনে সুবিধামত নামায আদায় করতে বলেছেন।[৩] রুকূ-সেজদা করতে না পারলে

---

[১] «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহী হয়ে নামায আদায় করতেন, বাহন যেদিকে মুখ করে থাকুক না কেনো। যখন ফরয আদায় করতে চাইতেন নেমে কেবলামুখী হতেন।"

-সহীহ বুখারী (৪০০), সহীহ মুসলিম(৭০০)।

[২] «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় চড়লেন। এরপর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর ডানপাশ আঘাতপ্রাপ্ত হলো। ফলে তিনি কোনো কোনো নামায বসে আদায় করেছেন।"

-সহীহ বুখারী (৬৮৯), সহীহ মুসলিম (৪১১)।

[৩] ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

"অসুস্থ ব্যক্তির উপর কোনো কঠোরতা নেই।"

-সূরা নূর, আয়াত: ৬১।

→

ইশারায় রুকূ-সেজদা করতে বলেছেন। সেজদার ইশারার সময় মাথা রুকূর তুলনায় বেশি 'নত' করতে বলেছেন। সেজদার জন্য সামনে কোনো কিছু রাখা পছন্দ করতেন না।[১]

←

« عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

"ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেন, আমার অর্শরোগ ছিলো। আমি নামায কীভাবে পড়ব সে বিষয়ে নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে পড়বে। যদি না পারো তাহলে বসে পড়বে। যদি না পারো তাহলে পাশ ফিরে পড়বে।"

-সহীহ বুখারী (১১১৭), সুনানে আবূ দাউদ (৯৫২)।

[১] « عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ مَرِيضًا وَأَنَا مَعَهُ، فَرَآهُ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَحَّاهُ، وَقَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি দেখলেন, অসুস্থ লোকটি নামায পড়ছে,

→

ইমাম অসুস্থতার দরুন বসে নামায পড়লে মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়েই নামায পড়বে। নবীজী ﷺ এর শেষ আমল এমনই ছিলো।[১]

মহিলার নামায

নবীজী ﷺ মহিলাদেরকে পুরুষদের মত নামায পড়তে

←

একটি বালিশের উপর মাথা রেখে সেজদা করছে। নবীজী তাকে এমন করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি যমীনে সেজদা করতে পারো তাহলে কর। যদি না পারো তাহলে ইশারায় সেজদা দাও। তখন সেজদাকে রুকূর চেয়ে আরেকটু নত করে দাও।"

-(হাসান) মুসনাদে আবূ ইয়ালা (১৮১১), সুনানে বায়হাকী ২/৩০৬।

প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবে।

« كَانَ لِأَبِي بَرْزَةَ دُكَّانٌ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَيُدَلِي رِجْلَيْهِ وَيُصَلِّي»

"আবু বারযা রা. এর একটি উঁচু জায়গা ছিলো। তিনি সেখানে বসতেন এবং পা ঝুলিয়ে রেখে নামায আদায় করতেন।"

-মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ২০৬।

«وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ».[১]

"আবুবকর রা. দাঁড়িয়ে নবীজীর ইকতিদা করে নামায পড়াচ্ছিলেন আর লোকেরা আবু বকর রা. এর ইকতিদা করে নামায পড়ছিলো। নবীজী তখন বসা ছিলেন।"

-সহীহ মুসলিম (৪১৮), সহীহ বুখারী (৬৮৭)।

বলেননি। বরং বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন। হাদীস ও 'তালাক্কী' তথা উম্মাতে মুসলিমার অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার আলোকে এই পার্থক্য স্বীকৃত। তাই মহিলাদের নামায পুরুষদের মতো নয়।[১] (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন **"আপনার নামায"**)

হাদীস ও 'তালাক্কী' তথা উম্মাতে মুসলিমার অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার দ্বারা প্রমাণিত, মহিলার সতর পুরুষের চেয়ে বেশি। মহিলা মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং পায়ের পিঠ ব্যতীত পুরো শরীর আবৃত রাখবে।[২] মহিলারা নামাযের সর্বক্ষেত্রে জড়সড়

---

[১] «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের মত নয়।"

(হাদীস সহীহ) কিতাবুল মারাসিল (৮৭), সুনানে বায়হাকী ২/২২৩। সনদটি মুরসাল।

«عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ»

"আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মহিলার (নামায) আদায়পদ্ধতি পুরুষের চেয়ে ভিন্ন।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৪৮৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৫০৬৬),

[২] «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»

→

হয়ে থাকবে; কিয়াম, রুকূ, সেজদা ও তাশাহ্হুদে।[১]
তাকবীরের সময় পুরুষের মত হাত উঠাবে না বরং হিজাবের ভিতরে হাত বুকের সাথে মিলিয়ে বুক বরাবর উঠাবে। বুকের উপর হাত বাঁধবে।[২] কনুইকে পাঁজরের সাথে মিলিয়ে জড়সড়

←
"ওড়না ছাড়া কোনো নারীর নামায কবুল হবে না।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৫১৬৭), সুনানে আবূ দাউদ (৬৪১), সুনানে তিরমিযী (৩৭৭)।

قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، تُصَلِّيْ فِيْهِنَّ: دِرْعٍ وَجِلْبَابٍ وِخِمَارٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تحل إِزَارَهَا فَتُجَلْبِبُ بِهِ»

"আয়েশা রা. বলেন, যে কোনো মহিলার জন্যে তিনটি কাপড় অনিবার্য, যেগুলোতে সে নামায পড়বে। লম্বা ও ঢিলে-ঢালা জামা, (শরীর আবৃত রাখার জন্য) লম্বা চাদর ও ওড়না। আয়েশা রা. তাঁর নিচের অংশের কাপড়কে ছিড়ে তা দ্বারা বুকের উপরের কাপড় বানাতেন।"

-(সহীহ) তাবাকাতে ইবনে সাআদ ৮/৭১। দ্র. সুনানে আবু দাউদ (৬৩৯), মুআত্তা (৪৭৩), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৫০৩১)।

[১] «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: «تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ»

"ইবনে আব্বাস রা.কে মহিলার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, সে জড়ো হয়ে থাকবে এবং গুটিয়ে থাকবে।"

(রাবীগণ ছিকাহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৭৯৪)।

[২] «وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا»

→

হয়ে সেজদা করবে। রুকূতে হাত পেটের সাথে মিলিয়ে হাঁটুতে রাখবে।[১]

←

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহিলা হাত রাখবে বুক বরাবর।"

-(হাদীস হাসান) আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী, ২২/১৯-২০।

«قال عطاء: «لَا تَرْفَعْ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ»، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا»

"আতা রাহ. বলেন, পুরুষের মত মহিলা দুই হাত উঠাবে না। তিনি ইশারা করে দেখালেন। তিনি দু'হাত অনেক নামিয়ে রাখলেন এবং অনেক জড়সড় করে রাখলেন।"

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৪৮৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৫০৬৬)।

[১] «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুজন মহিলার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা সেজদা করবে শরীরের কিছু অংশকে মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মত নয়।"

-(হাদীস সহীহ) কিতাবুল মারাসিল-আবূ দাউদ (৮৭), সুনানে বায়হাকী ২/২২৩। সনদটি মুরসাল।

বৈঠকের মাঝে মহিলারা উভয় পা ডান দিকে বের করে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় উরু মিলিয়ে রাখবে।[১]

সুনানে রাতিবা

নবীজী ﷺ ফরয নামাযের পূর্বে বা পরে সুন্নাত নামায আদায় করতেন। পূর্বাপর সবমিলে বারো রাকআত আদায় করতেন। উম্মতকেও এর প্রতি উৎসাহ ও তাকীদ দিয়েছেন।[২]

---

[১] «إِذَا جَلَسْتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا»

"নামাযে যখন মহিলা বৈঠক করবে সে তার এক উরু আরেক উরুর উপর রাখবে। যখন সেজদা করবে পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে, যেন তার জন্যে সর্বোচ্চ ঢেকে রাখার মত হয়।"

-(সলিহ) সুনানে বায়হাকী ২/২২৩। দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৭৯৫, ২৭৯৯), ২/৫০৫।

[২] «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিনে রাতে বারো রাকআত নামায পড়বে তার জন্যে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাকআত, যোহরের পর দুই রাকআত, মাগরিবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত আর দুই রাকআত সকালের নামায ফজর নামাযের আগে।"

→

যোহরের পূর্বে চার রাকআত; পরে দুই রাকআত, জুমআর দিনও এমনই করতেন। (যোহরের পূর্বের নামাযকে কখনো 'যাওয়ালের' পরের নামায বলা হয়েছে।)[১] মাগরিবের পরে দুই রাকআত। এশার পরে দুই রাকআত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকআত।

এর মাঝে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন, কখনোই ছাড়তেন না। না সফরে না মুকীম অবস্থায়।[২]

←

-সুনানে তিরমিযী (৪১৫), সুনানে নাসাঈ (১৭৯৪)। দ্র. সহীহ মুসলিম (৭২৮)।

[১] (সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৪১৫), সুনানে আবূ দাউদ (১২৫১), সুনানে নাসাঈ (৮৭৪), ৩/২৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৪০), রদ্দুল মুহতার।

[২] « لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ»

"ফজরের দুই রাকআত সুন্নতের তুলনায় অন্য কোনো সুন্নাত নামাযের প্রতি নবীজী অধিক যত্নবান ছিলেন না।"

সহীহ বুখারী (১১৬৯), সহীহ মুসলিম (৭২৪)।

«لَا تَدَعُوهُمَا، وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ»

→

নবীজী ﷺ সাহাবা কেরামকে নামায শিখিয়েছেন। তারা ফজরের ইকামাতের পরও নির্দিষ্ট নিয়মে সুন্নাত আদায় করতেন।[১]

←

"শত্রুর অশ্বদল তোমাদের তাড়া করলেও তোমরা এই দুই রাকআত সুন্নাত ছেড়ো না।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (১২৫৮), মুসনাদে আহমাদ (৯২৫৩), নায়লুল আওতার ৩/২৬।

[১] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ».

"আবদুল্লাহ রা. মসজিদে প্রবেশ করলেন, ইমাম তখন নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি তখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন।"

-(হাসান) শরহু মাআনিল আছার ১/২৫৫, আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী (৯৩৮৭), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪০২১), আল-আওসাত (২৭৪১)।

«جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ , ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ»

"আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. (মসজিদে) এসে ইমামকে ফজরের নামায পড়ানো অবস্থায় পেলেন। তখনও তিনি ফজরের সুন্নাত আদায় করেননি। (তাই প্রথমে) ইমামের পেছনে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করলেন। তারপর জামাআতে শরীক হয়ে গেলেন।"

→

আছর ও এশার পূর্বে সুন্নাত নামায আদায় করার উৎসাহ দিয়েছেন।[১]

নবীজী ﷺ মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত নিজে পড়েন নি; সুন্নাহ হিসেবে অন্যদেরকেও পড়তে উৎসাহিত করেন নি।[২]

←

-(সহীহ) শরহু মাআনিল আছার ১/২৫৫ (২১৬০)।

[১] «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا».

"আল্লাহ রহম করুন ঐ বান্দাকে, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়লো।"

-(হাসান) মুসনাদে আহমাদ (৫৯৮০), সুনানে তিরমিযী (৪৩০), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৪৫৩)।

«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ».

"প্রতি দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। প্রতি দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। তৃতীয়বার বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা হয় তার জন্যে।"

-সহীহ বুখারী (৬২৭), সহীহ মুসলিম (৮৩৮)।

[২] যাদুল মাআদ, ১/৩০২।

«عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله ﷺ»

"ইবনে উমার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

→

মাগরিব ও এশার মাঝে নামায আদায় করতেন। সাহাবা কেরামও নামায আদায় করতেন।[১]

নবীজী ﷺ সুন্নাত ও নফল সাধারণত ঘরে আদায় করতেন। সাহাবা কেরাম রা.কেও ঘরে আদায় করার উৎসাহ দিতেন।[২]

←

যুগে কাউকে এই দুই রাকআত পড়তে দেখিনি।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আবূদ বিন হুমাইদ (৮০৪), সুনানে আবূ দাউদ (১২৮৪), সুনানে বায়হাকী ২/৪৭৬-৪৭৭।

[১] ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

"তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়।"

সূরা সাজদা, আয়াত: ১৬।

-সুনানে আবূ দাউদ (১৩২১), মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল পৃ. ৮৬।

«جِئْتُ إلى النبي ﷺ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ خَرَجَ»

"আমি নবীজীর কাছে এলাম। এরপর তাঁর সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। যখন নামায শেষ করলেন অন্য নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি নামায পড়তে থাকলেন, একসময় এশার নামায পড়লেন। এরপর মসজিদ থেকে বের হলেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৩৪৩৬), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১১৯৪)।

[২] «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا

→

ফজরের সুন্নাতের পর নবীজী ﷺ ঘুমাতেন না। শরীরে ক্লান্তি থাকলে মাঝে মাঝে আরাম করতেন। সাধারণত ইকামাতের পূর্ব মুহূর্তে সুন্নাত আদায় করতেন।[১]

←

الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»

"সুতরাং হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ো। কেননা ব্যক্তির উত্তম নামায হলো তার ঘরে, ফরজ নামায ছাড়া।"

-সহীহ বুখারী (৭২৯০), সহীহ মুসলিম (৭৭৭, ৭৮১)।

১ «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَضْطَجِعُ لِسُنَّةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَتَهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَحْصُبُهُمْ إِذَا رَآهُمْ يَضْطَجِعُونَ ﷺفَيَسْتَرِيْحُ، وَقَالَ: عَلَى أَيْمَانِهِمْ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবনে উমার রা. সুন্নাত হিসেবে আরাম করতেন না। কিন্তু তিনি রাতে আমল করে ক্লান্ত হতেন। তাই বিশ্রাম করতেন। "যে তাদেরকে দেখবে সে ধারণা করবে, তারা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন।""

-যাদুল মাআদ ১/৩০৯, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪৭২২) ৩/৪৩।

«فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ».

"এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত কেরাতের দুই রাকআত নামায পড়লেন। এরপর বের হয়ে ফজরের নামায পড়লেন।"

→

নফল নামাযে কিছু বিধান ফরযের তুলনায় শিথিল রাখা হয়েছে।[১]

তাহাজ্জুদের নামায

নবীজী ﷺ তাহাজ্জুদের অধিক গুরুত্ব দিতেন।[২] কোনো কারণে রাতে পড়ার সুযোগ না হলে দিনে পড়তেন।[৩] সাধারণত এশার পরে ঘুমাতেন। ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন।[৪] সফরেও তাহাজ্জুদ পড়তেন।[১]

←

-সহীহ বুখারী (১৮৩) সহীহ মুসলিম (৭৬৩)।

[১] সহীহ বুখারী (১০৯৪), সুনানে তিরমিযী (৫৮৮)।

[২] «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ».

"ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের গভীরে নামায।"

-সহীহ মুসলিম (১১৬৩), সুনানে নাসাঈ (১৬১৪)।

[৩] «كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

"ঘুম বা যন্ত্রণা যদি তাকে কাবু করে রাতের নামায থেকে সরিয়ে রাখত তিনি দিনে বারো রাকআত নামায পড়তেন।"

-সহীহ মুসলিম (৭৪৬), সুনানে আবূ দাউদ (১৩৪২), সুনানে তিরমিযী (৪৪৫)

[৪] ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون﴾

→

তাহাজ্জুদ নামাযের রাকআত সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকতো না। কখনো আট রাকআত, কখনো ছয়, কখনো চার রাকআত

←

"রাতের সামান্য অংশই তারা ঘুমিয়ে অতিবাহিত করত।"

-সূরা যারিয়াত, আয়াত: ১৭।

﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

"রাতের শেষ প্রহরে তারা ইসতিগফারে মগ্ন থাকত।"

-সূরা যারিয়াত, আয়াত: ১৮।

«فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ...فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে গেলেন। একসময় দ্বিপ্রহর বা তার একটু আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। ... এরপর তিনি তা থেকে অযু করলেন। তিনি উত্তমরূপে অযু করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন।"

-সহীহ বুখারী (৯৯২), সহীহ মুসলিম (৭৬৩), মুয়াত্তা মালেক (৩৯৬)।

১ যাদুল মাআদ ১/৩১৩। সহীহ মুসলিম (১৮০৮)।

পড়তেন।[১]

নবীজী ﷺ এর দিবা-রাত্রি সর্বমোট ফরয ও সুনানে রাতেবা নামাযের রাকআত সংখ্যা ছিলো চল্লিশ রাকআত।[২]

বিতিরের নামায

নবীজী ﷺ তাহাজ্জুদের সাথে মিলিয়ে বিতির নামায পড়তেন। বিতির নামায রাতের প্রথমভাগে কিংবা মধ্যভাগে পড়তেন, কখনো শেষভাগে পড়তেন।[৩] তবে শেষ রাতে পড়াকে উত্তম বলেছেন।[৪] সাহাবা কেরামকে রাতের নামাযের সর্বশেষে

---

[১] সহীহ বুখারী (১১৪০, ১১৫৯, ১১৩৯), সহীহ মুসলিম (৭২৪)।

[২] যাদুল মাআদ ১/৩১৬।

[৩] «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

"রাতের সকল অংশেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামায আদায় করেছেন। শুরুর অংশে, মাঝের অংশে এবং শেষের অংশে। এভাবে তাঁর বিতিরের নামায শেষ হয়েছে সেহরীর সময়ে।"

-সহীহ মুসলিম (৭৪৫), সুনানে নাসাঈ (১৬৮১)।

[৪] «وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

"যে আশা রাখে যে সে শেষরাতে জাগতে পারবে সে যেন শেষরাতে বিতির নামায পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামাযে (ফেরেশতাদের) উপস্থিত থাকা হয় আর সেটিই সর্বোত্তম।"

→

বিতির পড়তে বলেছেন।[১]
তিন রাকআত বিতির আদায় করতেন।[২] তিন রাকআতে দুই বৈঠক করতেন।[৩] তৃতীয় রাকআতে রুকূর পূর্বে দুআয়ে কুনূত

←
-সহীহ মুসলিম (৭৫৫), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৭৭১)।

[১] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

"নবীজী বলেছেন, তোমরা বিতিরকে রাতের শেষ নামায রেখো।"

-সহীহ বুখারী (৯৯৮), সহীহ মুসলিম (৭৫১)।

[২] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ».

"নবীজী তিন রাকআত বিতির পড়তেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৭২০) সুনানে নাসাঈ (১৭০২, ১৭০৭), শরহু মাআনিল আছার ১/২০২।

«... ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا...»

"এরপর তিন রাকআত (বিতির) পড়তেন"

-সহীহ বুখারী (১১৪৭),সহীহ মুসলিম (৭৩৮), সুনানে তিরমিযী (৪৩৯), মুসনাদে আহমাদ (২৪০৭৩), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৭)।

[৩] «فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ».

"প্রতি দুই রাকআতে আততাহিয়্যাতু (বৈঠক) রয়েছে।"

→

পড়তেন।[১]

সাহাবা কেরাম রা. নবীজী ﷺ থেকে নামায শিখেছেন। তাঁদের থেকে দুআয়ে কুনূতের পূর্বে হাত উঠানো[২] এবং নিম্নোক্ত দুআ

←

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), মুসনাদে আহমাদ (২৪০৭৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৬৮)।

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ»

"বিতিরের দ্বিতীয় রাকআতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফেরাতেন না।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে নাসায়ী (১৬৯৮), শরহু মাআনিল আছার ১/১৯৭, সুনানে বায়হাকী ৩/৩১।

[১] «إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামায পড়তেন। তিনি রুকূর পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন।"

-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৮২), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৯)।

«إن ابن مسعود كان يقنت السنة كلها في الوتر، قبل الركوع».

"ইবনে মাসউদ রা. পুরো বছর বিতির নামাযে রুকূর পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন।"

-(সহীহ) কিতাবুল আছার (২১১), কিতাবুল হুজ্জাহ ১/১৩৮।

[২] «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ ﴿هُوَ اللَّهُ

→

পড়া[১] প্রমাণিত,

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَ [نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ] وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ [وَنَشْكُرُكَ] وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ».

শেষ বৈঠক করে সালাম দিয়ে নামায শেষ করতেন।[২]

←

أَحَدٌ﴾ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ».

"আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। বিতিরের শেষ রাকআতে তিনি সূরা ইখলাস পড়তেন। এরপর হাত তুলে রুকূর পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন।"

-(হাদীস হাসান) জুযউ রাফ্উল ইয়াদাইন-বুখারী (১৬৩), সুনানে বায়হাকী ৩/৪১।

[১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৯৬৫, ৭১০৪), শরহু মাআনিল আছার ১/১৭৭, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪৯৭৮)।

[২] « كَانَ رسولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ، لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ»

-(হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (১১৪০), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৮),

→

নবীজী ﷺ রামাদানে বিতিরের নামায কয়েকদিনে জামাআতের সাথে পড়িয়েছেন। সাহাবা কেরামও পরবর্তী সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করেছেন।[১]

বিতিরের পর কখনো কখনো দুই রাকআত নামায আদায় করতেন।[২]

তারাবীর নামায

নবীজী ﷺ রামাদান মাসে কিয়াম তথা এশার পর তারাবীর প্রতি উৎসাহিত করেছেন।[৩] তিনি এশার পর কয়েকদিন

←

শরহু মাআনিল আছার ১/১৯৭, দ্র. মাআরিফুস সুনান ৪/১৮৯।

ইমাম হাকেম নিশাপুরী রাহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

«وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ، وعنه أخذه أهل المدينة»

[১] সুনানে তিরমিযী (৮০৫), মুআত্তা মালেক (৩৮০)।

[২] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

"বিতিরের পর নবীজী বসে বসে সংক্ষিপ্ত কেরাতে দুই রাকআত নামায পড়তেন।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৯৫), সুনানে তিরমিযী (৪৭০), সুনানে আবূ দাউদ (১৩৫২); দ্র. সহীহ মুসলিম (৭৪৬)।

[৩] «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ».

→

জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়েছেন। সাহাবা কেরামের আমল ও বক্তব্য থেকে প্রমাণিত, তারাবীহ বিশ রাকআত ছিলো।[১]

←

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতের নামাযের প্রতি সবাইকে আগ্রহী করতেন, কিন্তু দৃঢ়ভাবে কাউকে নির্দেশ করতেন না।"

-সহীহ মুসলিম (৭৫৯), সুনানে তিরমিযী (৮০৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা (২২০৭)।

[১] « إِنَّ رَسُولَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ »

"রামাদান মাসে নবীজী ﷺ বিশ রাকাত তারাবী এবং বিতির পড়তেন।"

-(হাদীস সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৭৭৬২), আলমুজামুল আউসাত (৭৯৮)।

হাদীসটি সনদের দিক থেকে দূর্বল হলেও 'তালাক্কীর' দিক থেকে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ، «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً».

"উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত। উমার রা. উবাই রা.কে রমযানে লোকদের নিয়ে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকআত নামায পড়েন।"

→

নবীজী ﷺ রাতের নফল নামায এক সালামে দু'রাকআত-দু'রাকআত পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন।[১]

জুমআর নামায

নবীজী ﷺ জুমআর দিনকে অধিক গুরুত্ব দিতেন।[২] জুমআর দিন মসজিদে আসার পূর্বে গোসল করতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন।[৩] সুন্দর কাপড় পরিধান করতেন এবং সাহাবা

←

-(হাদীস সহীহ) আলআহাদিসুল মুখতারা (১১৬১)।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً».

"সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, তাঁরা উমার রা. এর খেলাফতকালে রমযানের রাতে বিশ রাকআত নামায পড়তেন।"

-(সহীহ) সুনানে বায়হাকী ২/৪৯৬। দ্র. মুয়াত্তা মালেক (৩৮০), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৭৭৭৪)।

[১] صَلَاةُ اللَّيْلُ مَثْنَى مَثْنَى».

"রাতের নামায দুই দুই (রাকআত করে)।"

-সহীহ বুখারী (৯৯০), সহীহ মুসলিম (৭৪৯)।

[২] যাদুল মাআদ ১/৩৬৩।

[৩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

→

কেরামকে এর প্রতি উৎসাহ দিতেন। মসজিদে এসে খুতবার পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়ার কথা বলেছেন।[১] খুতবার পূর্বে সাহাবা কেরাম রা. থেকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বয়ানও প্রমাণিত।[২]

←

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবীজী বলেন, জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর গোসল আবশ্যক।"

-সহীহ বুখারী (৮৫৮, ৮৭৭, ৮৮০), সহীহ মুসলিম (৮৪৬)।

১ «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ المَسْجِدَ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى».

"জুমআর দিন যে গোসল করে এবং মেসওয়াক করে, এরপর সুঘ্রাণ গ্রহণ করে যদি তার কাছে থাকে, এরপর উত্তম পোষাক পরিধান করে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যায়, কারো কাঁধ ডিঙিয়ে যায় না, এরপর আল্লাহর যা ইচ্ছা নামায পড়ে, যখন ইমাম বের হন তখন নীরব থাকে, এরপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা না বলে, তার এই জুমআ সে জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত কাফফারা হবে।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১১৭৬৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৭৭৫)। দ্র. সহীহ বুখারী (৯১০), সহীহ মুসলিম (৮৫৭)।

২

→

সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে পড়ার পর (যাওয়ালের পর) জুমআর পূর্বে চার রাকআত নামায পড়তেন।[১] জুমআর নামায

←

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: «حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً»

-সহীহ বুখারী (৬৩৩৭), আলমাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা-বায়হাকী পৃ. ৫৭।

« إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَتَيِ الْمِنْبَرِ قَائِمًا، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ﷺ: «فَلَا يَزَالُ يُحَدِّثُ حَتَّى إِذَا سَمِعَ فَتْحَ بَابِ الْمَقْصُورَةِ لِخُرُوجِ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، جَلَسَ»

-(সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৬১৭৩)।

«كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً».[১]

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত নামায পড়তেন।"

-(হাসান) আলফাওয়াইদ-খিলাঈ সূত্রে তরহুত তাছরীব ৩/৪২, আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী ২/(১৬৪০)।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ،

→

যাওয়ালের কিছু পরেই শুরু করতেন। হুজরা থেকে বের হয়ে মিম্বারে খুতবার জন্য বসতেন।[১] জুমআর পূর্বে দু'টি সংক্ষিপ্ত খুতবা দিতেন।[২] দুই খুতবার মাঝে বসতেন ও নীরব

←

فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ».

"আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উঠে যাওয়ার সময় চার রাকআত নামায পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই নামায কী, আপনাকে যা নিয়মিত পড়তে দেখি? তিনি বললেন, আসমানের দরজাসমূহ সূর্য উপরে উঠার সময় খোলা হয়। এরপর যোহর নামায পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। তাই আমি চাই, এই সময়ের মধ্যে আমার নেক আমল উপরে উঠুক। ....."

-(হাদীস হাসান) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৩২), সুনানে বায়হাকী ২/৪৮৮।

[১] قَالَ أَنَسٌ ﷺ: «خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ».

"নবীজী মিম্বরে উঠে খুতবা দিয়েছেন।"

-সহীহ বুখারী (৯১৭) যাদুল মাআদ ১/ (৪১৪), কিতাবুল মারাসীল-আবূ দাউদ (৫৫)।

[২] «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ

→

থাকতেন।[১] খুতবার মূল বিষয় থাকতো আল্লাহর যিকির, হামদ

←

بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ».

"নবীজী দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দিতেন। দুই খুতবার মাঝে বসার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৪১৬)। দ্র. সহীহ বুখারী (৯২৮), সহীহ মুসলিম (৮৬১)।

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا».

"নবীজী খুতবায় কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতেন, লোকদের উপদেশ দিতেন। তাঁর খুতবা ছিলো সংক্ষিপ্ত, তাঁর নামায ছিলো অন্য সময়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত।"

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২০৯৪৯), সহীহ মুসলিম (৮৬৬), সুনানে নাসাঈ (১৫৮২)। দ্র. সুনানে নাসাঈ (১৪১৪)।

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا».[১]

"নবীজী দুটি খুতবা দিতেন, দুই খুতবার মাঝে তিনি বসতেন।"

-সহীহ বুখারী (৯২৮), সহীহ মুসলিম (৮৬২)।

«عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ».

"জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

→

ও কুরআন তিলাওয়াত, যা আরবীতে হওয়ারই দাবি রাখে।[১] পরবর্তী সময়ে সাহাবা কেরাম ও যুগে যুগে ইমামগণ আরবী ভাষাতেই খুতবা দিয়েছেন। ভিন্ন ভাষায় খুতবা দেয়া প্রমাণিত নয়।

প্রয়োজনে খুতবা বিরতি দিয়ে কখনো কথা বলেছেন।[২] মিম্বার

←

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমআর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি। এরপর তিনি বসতেন, কোনো কথা বলতেন না।"

-(হাসান) সুনানে নাসাঈ (১৪১৭)।

১ «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ».

"জুমআর দিন নবীজীর খুতবা ছিলো আল্লাহর প্রশংসা ও ছানা পাঠ।"

-সহীহ মুসলিম (৮৬৭), সুনানে নাসাঈ (১৫৭৮)।

২ «جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْكَعْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُوْلُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِامْرِئٍ قَطَعَ لَهُ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ».

"নবীজী খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একজন প্রবেশ করলো। তিনি বললেন, তুমি কি দুই রাকআত নামায পড়েছ? আগন্তুক বললেন, জ্বি না। তিনি বললেন, তাহলে পড়ে নাও।

→

বানানোর পর লাঠি বা অন্য কিছুর উপর ভর দিতেন না।[১] খুতবা শেষে মিম্বার থেকে অবতরণ করতেন। কাতার সোজা হলে নামায শুরু করতেন। দু'রাকআত নামায পড়াতেন। নামাযে কিরাআত উচ্চ স্বরে পড়তেন। জুমআর পর দুই/চার রাকআত নামায আদায় করতেন।[২]

←

ইবনে জুরাইজ এবং আমার মত হলো, এই দুই রাকআত কারো পড়ার সুযোগ নেই। তবে যদি খতীব খুতবা বন্ধ করেন এবং তাকে সে নামায পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে ভিন্ন কথা।"

-(হাদীস সহীহ) মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৫৫১৩), সুনানে আবূ দাউদ (১১১৬), যাদুল মাআদ ১/৪১৩। দ্র. সুনানে নাসাঈ (১৪১৩)।

[১] যাদুল মাআদ ১/৪১৪-৪১৫।

[২] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যখন জুমআর পর নামায পড়বে তখন চার রাকআত নামায পড়ো।"

-সহীহ মুসলিম (৮৮১), সুনানে আবূ দাউদ (১১৩১), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৩২)।

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ».

"নবীজী জুমআর পর ঘরে দুই রাকআত নামায পড়তেন।"

-সহীহ মুসলিম (৮৮২), সুনানে আবূ দাউদ (১১৩২)।

ঈদের নামায

নবীজী ﷺ ঈদের নামাযের পূর্বে জুমআর মত প্রস্তুতি নিতেন।[১] ঈদের নামায মাঠে আদায় করতেন।[২] বৃষ্টির কারণে মসজিদে পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।[৩] নবীজী ﷺ এর সামনে সুতরা স্থাপন করা হতো।[৪] সূর্যোদয়ের কিছু পরেই তিনি নামায আদায় করতেন। ঈদুল ফিতর বিলম্বে, আর ঈদুল আযহা

---

[১] সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৭৬৬), সুনানে বায়হাকী ৩/২৮০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৫৫৯২)। দ্র. মুয়াত্তা মালেক (৬০৯), সুনানে ইবনে মাজা (১৩১৫)।

[২] «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশে বের হতেন।"

-সহীহ বুখারী (৯৫৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩৩২১)।

[৩] সুনানে ইবনে মাজা (১৩১৩), সুনানে আবূ দাউদ (১১৬০)। দ্র. সুনানে বায়হাকী ৩/৩১০।

[৪] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي».

"ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন নবীজীর সামনে বর্শা স্থাপন করা হতো। এরপর তিনি নামায পড়াতেন।"

সহীহ বুখারী (৯৭২, ৯৭৩), সহীহ মুসলিম (৫০১)।

দ্রুত শুরু করতেন।[১] আযান-ইকামাত ছাড়াই নামায আদায় করতেন।[২] নামাযের পূর্বে ও পরে নফল বা সুন্নাত পড়তেন না। দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।[৩] প্রথম তাকবীরের পর এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পূর্বে তিন-তিনটি করে মোট ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর দিতেন।[৪]

---

[১] যাদুল মাআদ ১/৪২৭।

[২] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আযান ইকামত ছাড়া পড়েছেন।"

-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজা (১২৭৪), সুনানে আবূ দাউদ (১১৪৭), যাদুল মাআদ ১/৪২৭।

[৩] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন। তিনি দু'রাকআত নামায পড়লেন। এর পূর্বেও তিনি কিছু পড়েননি, পরেও পড়েননি।"

-সহীহ বুখারী (৯৮৯), সহীহ মুসলিম (৮৯০"১৩"), সুনানে তিরমিযী (৫৩৭), সুনানে ইবনে মাজা (১২৯১), সুনানে নাসাঈ (১৫৮৭)।

[৪] «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ঈদের নামায পড়লেন। তিনি (প্রথম রাকআতে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরসহ) চার

→

কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তেন। নামাযের পর সংক্ষিপ্ত দু'টি

←

চারটি তাকবীর বললেন । এরপর নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ভুলে যেয়ো না, জানাযার নামাযের তাকবীরের মত। এই বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে (চারটি আঙ্গুল) দেখালেন।"

(হাদীস সহীহ) শরহু মাআনিল আছার, ২/৩৭১। দ্র. সুনানে আবূ দাউদ (১১৫৩)।

« كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ »

"তিনি জানাযার তাকবীরের ন্যায় (ঈদের নামাযে) চার তাকবীর দিতেন।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (১১৫৩), মুসনাদে আহমাদ (১৯৭৩৪)।

বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবরাহীম নাখাঈ রাহ. বলেন,

«فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ حتى قبض، فيأخذون به، فيرفضون ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ أربعًا»

-(সহীহ) কিতাবুল আছার-মুহাম্মাদ রাহ.কৃত বর্ণনা (২৩৮), শরহু মাআনিল আছার ১/৩১৯

খুতবা দিতেন।[১] একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলে নির্ধারিত সময়ে উভয়টিই আদায় করতেন।[২]

অন্যান্য নামায

ইসতিখারার নামায: নবীজী ﷺ সাহাবা কেরামকে ইসতিখারার নামায শিক্ষা দিতেন।

হযরত জাবির রা. বলেন, নবীজী ﷺ আমাদেরকে এমনভাবে ইসতিখারার নামায শেখাতেন, যেভাবে কুরআন শেখাতেন। নবীজী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছে করে তখন সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ে এই দুআ পড়ে,[৩]

---

[১] «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। প্রথমে নামায পড়ালেন। এরপর লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন।"

-সহীহ বুখারী (৯৬১), সহীহ মুসলিম (৮৮৫), সুনানে আবূ দাউদ (১১৪১)।

[২] «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ».

"যদি একদিনে ঈদ ও জুমআ একত্রিত হতো তিনি উভয়টি নিজ সময়ে আদায় করতেন।"

-সহীহ মুসলিম (৮৭৮), সুনানে নাসাঈ (১৪২৪)।

[৩] সহীহ বুখারী (৬৩৮২), সুনানে আবূ দাউদ (১৫৩৮), মুসনাদে আহমাদ (১৪৭০৭)।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي»

দুআতে هَذَا الْأَمْرَ। বলার সময় ঐ কাজের নাম উল্লেখ করবে বা মনে মনে ঐ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করবে।

সালাতুল হাজাহ: নবীজী ﷺ বলেন, নবীগণ যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়তেন।[১]

---

[১] «كَانُوا يَفْزَعُوْنَ إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

"তাঁরা বিচলিত হলে নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করতেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৩৭), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩০১২২)।

নবীজী ﷺ সমস্যার সম্মুখীন হলে নামায পড়তেন।[১]

বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ বলেছেন, কেউ কোনো সমস্যায় পতিত হলে সে যেন খুব ভালোভাবে অযু করে এবং পূর্ণ মনোযোগের সাথে অন্যান্য নামাযের ন্যায় দু'রাকাত নামায আদায় করে।[২]

সালাতুত তাসবীহ: নবীজী ﷺ স্বীয় চাচা আব্বাস রা.-কে সালাতুত তাসবীহ শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রতিদিন একবার পড়তে বলেছেন। সম্ভব না হলে সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার, এরপরও সম্ভব না হলে বছরে একবার। ন্যূনতম জীবনে একবার পড়তে বলেছেন।[৩]

---

[১] «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى».

"কোনো বিষয় নবীজীকে চিন্তিত করলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (১৩১৯)।

[২] (সলিহ) মুসনাদে আহমাদ (২৭৪৯৭, ২৭৫৪৬), সুনানে ইবনে মাজা (১৩৮৫), সুনানে তিরমিযী (৪৭৮)।

[৩] (সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১২৯৭), সুনানে ইবনে মাজা (১৩৮৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২১৬)।

হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন: ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম আবূ বকর আলআজুররী, ইবনে মানদাহ, খতীব বাগদাদী, আবূ সাআদ আসসামআনী, আবূ মুসা আলমাদীনী প্রমুখ। এবং হাসান বলেছেন আরো অনেকেই। (দ্র. আননাকদুস সহীহ-আলাঈ পৃ. ৩০, সুনানে আবূ দাউদ, টীকা ও তাহকীক: শায়খ শুআইব আরনাউত)।

→

নবীজী ﷺ স্বীয় চাচাকে নামাযের পদ্ধতি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, চার রাকআতের নিয়ত করবেন, কিয়াম, কিরাআত, রুকূ, সেজদা স্বাভাবিক নামাযের ন্যায় করবেন। প্রত্যেক রাকআতে এভাবে তাসবীহ পড়বেন, প্রথম রাকআতে কিরাআত শেষ করে দাঁড়িয়ে-

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»

পনেরো বার পড়বেন। এরপর রুকূতে গিয়ে উক্ত তাসবীহ দশবার বলবেন। রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দশবার পড়বেন। এরপর সেজদায় দশবার পড়বেন। সেজদা থেকে উঠে দশবার পড়বেন। দ্বিতীয় সেজদায় দশবার পড়বেন। সেজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় দশবার পড়বেন। এরূপ প্রতি রাকআতে উক্ত তাসবীহটি পঁচাত্তরবার পড়বেন। এভাবে চার রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

তাওবার নামায: নবীজী ﷺ কারো থেকে গোনাহ হওয়ার পর তাওবার উদ্দেশ্যে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। যে ব্যক্তির দ্বারা গোনাহ হয়েছে পূর্বোল্লিখিত স্বাভাবিক নিয়মেই

←
এ হাদীসের ব্যাপারে ইমামদের দ্বিমত রয়েছে। তবে সার্বিক বিবেচনায় প্রমাণযোগ্য হওয়াটাই অগ্রগণ্য।

দু'রাকআত নামায আদায় করবে এবং ইসতিগফার করবে।[১]

সূর্যগ্রহণ/চন্দ্রগ্রহণের নামাযঃ সাহাবী কাবীসা রা. বলেন, একদিন মদীনায় সূর্যগ্রহণ হয়। আমরা তখন মদীনায় ছিলাম। নবীজী ﷺ অনেক পেরেশান হয়ে মসজিদে এসে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। নামাযকে খুব দীর্ঘায়িত করলেন।[২] নামাযের পর (উপস্থিত প্রয়োজনে) খুতবা দিলেন।

নবীজী ﷺ উম্মতকেও এ নামায পড়তে বলেছেন এবং নামাযের পর দুআ করতে বলেছেন; যতক্ষণ না 'গ্রহণের' ইতি ঘটে।[৩]

---

[১] «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ».

"কোনো মুসলমান যদি কোনো গোনাহ করে এরপর অযু করে দুই রাকআত নামায পড়ে, এরপর সে গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবেন।"

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৪৭), সুনানে আবূ দাউদ (১৫২১), সুনানে তিরমিযী (৪০৬)।

[২] সুনানে নাসাঈ (১৪৮৬), সুনানে আবু দাউদ (১১৮৭)।

[৩] «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا «رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».

→

ইসতিসকার নামায: নবীজী ﷺ কখনো কখনো বৃষ্টির জন্য নামায পড়েছেন। সাহাবা কেরামকে নিয়ে মাঠে নামায পড়েছেন। এ নামায সাধারণ নিয়মেই আযান-ইকামাত ব্যতীত আদায় করেছেন।[১] (কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছেন।)[১] নামায

←

"তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, একসময় সূর্যগ্রহণ সমাপ্ত হলো। তখন তিনি বললেন, কারো মৃত্যুর কারণে চাঁদ ও সূর্য গ্রহণের শিকার হয় না। সুতরাং যখন তোমরা এদুটিকে (গ্রহণ অবস্থায়) দেখবে তখন নামায পড় এবং আল্লাহর কাছে দোয়া কর, যতক্ষণ না তোমাদের পেরেশানী দূর হয়।"

-সহীহ বুখারী (১০৪০), সহীহ মুসলিম (৯১০, ৯১১, ৯১২), সুনানে আবূ দাউদ (১১৮৭)।

«فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ».

"সালাম ফেরানোর পর তিনি মিম্বরে বসলেন। এরপর বললেন, নিশ্চয় লোকেরা কবরে ফেতনার শিকার হবে দাজ্জালের ফেতনার মত।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৪৭৫), দ্র. সহীহ বুখারী (১০৫০)।

١ «خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইসতিসকার নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি আযান ইকামত ছাড়া দুই রাকআত

→

আদায় করে খুতবা দিয়েছেন। এরপর দুআ করেছেন। দুআ কবুল হওয়ার জন্য স্বীয় চাদর উল্টে দিয়েছেন।[২]

ইশরাক ও চাশতের নামায: নবীজী ﷺ সূর্যোদয়ের পর দুই/চার রাকআত নামায পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন।[৩]

←
নামায পড়লেন।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে ইবনে মাজা (১২৬৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৪০৯)। দ্র. সহীহ বুখারী (১০২৮)।

[১] «صَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ».

"তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, তিনি উচ্চস্বরে কেরাত পড়েছেন।"

-সহীহ বুখারী (১০২৫), মুসনাদে আহমাদ (১৬৪৬৮)।

[২] সহীহ বুখারী (১০০৫, ১০২৪), সহীহ মুসলিম (৮৯৪)।

[৩] «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ».

"যে জামাতে ফজরের নামায পড়ে এরপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করে, এরপর দুই রাকআত নামায পড়ে, তার রয়েছে পূর্ণ একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ।"

-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (৫৮৫)।

→

চাশত: নবীজী ﷺ মাঝে মাঝে চাশত তথা সূর্য একটু প্রখর হলে নামায আদায় করতেন।[১] কখনো চার রাকআত, কখনো বা দু'রাকআত আবার কখনো আট রাকআতও পড়তেন।[২]

←

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: « ابْنَ آدَمَ! ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ».

"আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান, দিনের শুরুতে আমার জন্যে তুমি চার রাকআত নামায পড়, দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাব।"

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৪৭৪, ৫৮৫), সুনানে আবূ দাউদ (১২৮৯)।

[১] «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ».

"বিনীত বান্দাদের নামায হলো যখন উটের বাচ্চা রোদের তাপে উত্তপ্ত হয়।"

-সহীহ মুসলিম (৭৪৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২২৭)।

[২] «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায পড়তেন চার রাকআত। তাওফীক অনুসারে আরও বাড়িয়েও পড়তেন।"

-সহীহ বুখারী (১১০৩), সহীহ মুসলিম (৭১৯), সুনানে তিরমিযী

→

আবার মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিতেন।[১]

তাহিয়্যার নামায: নবীজী ﷺ মসজিদে প্রবেশের পর দু'রাকআত নামায পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন।[২]

←

(৪৭৫), যাদুল মাআদ ১/৩৩০-৩৩৪।

[১] সুনানে তিরমিযী (৪৭৬)।

[২] «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». "কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।"

-সহীহ বুখারী (৪৪৪) সহীহ মুসলিম (৭১৪) মুসনাদে আহমাদ (২২৫২৯)।

জুমার দিন খুতবা চলাকালীন মসজিদে প্রবেশকারীকে নবীজী বসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

«جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».

"জুমার দিন লোকদের কাঁধ ডিঙিয়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে যাচ্ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বসে যাও, তুমি তো কষ্ট দিচ্ছ।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১১১৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৭৯০), শরহু মাআনিল আছার ১/২৫১।

নবীজী ﷺ অযুর পরে দু'রাকআত নামায পড়া পছন্দ করেছেন এবং পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন।[১]

জানাযার নামায

নবীজী ﷺ কোনো মুসলমান মারা গেলে যত দ্রুত সম্ভব তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।[২] তিনি গুরুত্ব সহকারে জানাযার নামায পড়তেন। কেউ মারা গেলে তাঁকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩] একবার এক

---

[১] (সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩৬৯৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২০৯)।

[২] «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ»

"তোমাদের কেউ ইন্তেকাল করলে দ্রুত তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবে; বিলম্ব করবে না।"

-(হাসান) আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী ১২/৪৪৪ (১৩৬১৩), দ্র. সহীহ বুখারী (১৩১৫), সহীহ মুসলিম (৯৪৪), সুনানে আবু দাউদ (৩১৫৯)।

[৩] «إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»

"তোমাদের ভাই (বাদশাহ) নাজাশী পরলোক গমন করেছে। সবাই আসো! তাঁর জানাযার নামায পড়ো।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১০৩৯), সহীহ মুসলিম (৯৫৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৩৫,১৫৩৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩১০২)।

→

সাহাবী/সাহাবীয়া মারা গেলে নবীজী ﷺ কে না জানিয়েই দাফন করা হয়; তিনি জানার পরে (ওয়ালী হিসেবে) তার কবরে নামায পড়েন।[১]

←

«مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ –مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ– إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ»

"আমার উপস্থিতিতে তোমাদের কেউ ইন্তিকাল করলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। কারণ, আমার প্রদত্ত জানাযা তার জন্য রহমত স্বরূপ।"

-(সহীহ) সহীহ ইবনে হিব্বান (৩০৮৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫২৮)

«إِنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ –أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا–، فَأَتَى قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا».

"একজন কালো পুরুষ বা মহিলা মসজিদ পরিষ্কার করতেন। একদিন সে মারা গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খবর জানতে চাইলেন। তারা বললেন, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাতে পারলে না! আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরে এসে তার জানাযার নামায পড়লেন।"

-সহীহ বুখারী (৪৫৮), সহীহ মুসলিম (৯৫৬)। দ্র. আততাজরীদ ৩/১১২৩

শর্তসাপেক্ষে সীমিত সময়ের জন্য কবরে নামায পড়ার সুযোগ রয়েছে।

→

নবীজী ﷺ শহীদদের জানাযার নামায পড়েছেন।[১]

←

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন,

«أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة: أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن»

-আলইসতিযকার ৩/৩৫।

[১] « إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ... وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: «إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ، فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَهُوَ هُوَ؟قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ».

“এক বেদুইন নবীজীর কাছে এসে ঈমান গ্রহণ করলো এবং তাঁর অনুসরণ করলো। এরপর সে বললো, ... কিন্তু আমি আপনাকে অনুসরণ করব এই শর্তে যে, আমার এই জায়গায় “এটা বলে সে তার গলা দেখালো” তীর নিক্ষেপ করা হবে ফলে আমি মারা যাবো এবং জান্নাতে দাখেল হবো। নবীজী বললেন, তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্য আচরণ কর আল্লাহ তোমার সাথে সত্য আচরণ করবেন।

→

তবে আত্মহত্যাকারী ও গনীমতের মালে খেয়ানতকারীর জানাযা নিজে পড়েননি। উপস্থিত সাহাবীদেরকে পড়তে বলেছেন।[১] (জীবিত ভূমিষ্ট) শিশুর জানাযা নবীজী ﷺ

←

সাহাবাগণ এর পর অল্প সময় থাকলেন। এরপর যুদ্ধের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেদুইনকে নিয়ে আসা হলো, যে জায়গা সে দেখিয়েছিলো সে জায়গায় তীর লেগে আছে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কি সেই? তারা বললেন, জী। নবীজী বললেন, সে আল্লাহর সাথে সত্য ওয়াদা করেছে, আল্লাহ তাকে সত্য প্রতিদান দিবেন। এরপর নবীজী তাকে নিজের জুব্বায় জড়িয়ে নিয়ে সামনে রাখলেন আর তার জানাযা পড়লেন।"

(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৯৫৩), শরহু মাআনিল আছার ১/৩২৩।

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ».

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন এবং মাইয়েতের জানাযার নামাযের মত উহুদের শহীদদের জানাযা পড়লেন।"

-সহীহ বুখারী (১৩৪৪), সহীহ মুসলিম (২২৯৬)। দ্র. শরহু মাআনিল আছার ১/৩২১-৩২৪।

«أُتِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ».[১]

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে লোহার চিরুনী দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। নবীজী তার জানাযা পড়েননি।"

→

পড়েছেন।[১] নবীজী ﷺ গায়েবানা জানাযা পড়তেন না।[১]

←

-সহীহ মুসলিম (৯৭৮), সুনানে তিরমিযী (১০৬৯)।

« إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ».

"এক সাহাবী খায়বার যুদ্ধে মারা গেলেন। অন্যরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরলো। তিনি বললেন, তোমরা তার জানাযা পড়ে নাও। এ কথার কারণে লোকদের চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিলো। তখন নবীজী বললেন, তোমাদের সঙ্গী গনীমতের সম্পদে খেয়ানত করেছে। তখন আমরা তার সামানা খোঁজ করে ইহুদীদের একটি অলংকার পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহামও হবে না।"

-(হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (২৭১০), মুসতাদরাকে হাকেম (২৫৮২) ২/১২৭, সহীহ ইবনে হিব্বান (৪৮৫৩)।

[১] «أُتِيَ رسولَ الله ﷺ بصَبِيٍّ من صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আনসারী শিশুকে নিয়ে আসা হলো। তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।"

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১০৩২), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১১৩৬৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩০৪৯), দ্র. সহীহ ইবনে হিব্বান

→

খোলাফা রাশেদিনসহ কোনো সাহাবীর স্বাভাবিক অবস্থায় দ্বিতীয় জানাযা পড়া হয় নি। তবে শর্তসাপেক্ষে ওয়ালীর জন্য দ্বিতীয় জানাযা পড়ার অনুমতি রয়েছে।[২]

←
(৬০৩২)।

«الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

"শিশু মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে।"

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৯৪৭), সহীহ মুসলিম (২৬৬২)।

[১] যাদুল মাআদ ১/৫০০-৫০১।

সহীহ ও অকাট্য হাদীস দ্বারা গায়েবানা জানাযা প্রমাণিত নয়। বাদশাহ নাজাশির জানাযা একটি বিশেষ ঘটনা ছিলো। এ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে যে, তার খাটিয়া নামাযের সময় রাসূল ﷺ এর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল।

-সহীহ ইবনে হিব্বান (৩১০২), আবু আওয়ানা, ফাতহুল বারী ৩/২৩৩।

[২] « كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جَنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»

-(সহীহ) মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৬৫৪৫), আততামহীদ ৬/২৬০, আলইসতিযকার ৩/৩৪।

হাফিযুল হাদীস ইমাম আবদুর রাযযাক রাহ. অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, " وبه نأخذ "। এমনিভাবে আহলে মদীনা ও

→

নবীজী ﷺ জানাযার নামায মাঠে পড়তেন।[১] মসজিদে পড়তেন

←

কুফার আমলও অনুরূপ ছিলো। ইমাম মালেক রাহ. কে দ্বিতীয় জানাযা সম্বলিত হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

قد جاء هذا الحديث، وليس عليه العمل.

-আলমুদাওয়ানা-সুহনূন ১/২৫৭।

এ ছাড়া যে হাদীসে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে তা ওয়ালীর সাথে সম্পৃক্ত; ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়।

[১] «وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গেলেন। তাদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং জানাযায় চার তাকবীর বললেন।"

-সহীহ বুখারী (১২৪৫), সহীহ মুসলিম (৯৫১)।

«إِنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ».

"ইয়াহুদীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ইহুদী পুরুষ ও মহিলাকে নিয়ে এলো, যারা যিনা করেছিলো। তিনি তাদের সম্পর্কে ফয়সালা দিলেন। তখন তাদেরকে মসজিদের জানাযার নামায পড়ার কাছাকাছি জায়গায় পাথর মারা হলো।"

→

না এবং মসজিদে না পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।[১] নবীজী ﷺ জানাযায় কমপক্ষে তিন কাতার হওয়া পছন্দ করতেন।[২] তিনি কাতারে মুসল্লী সংখ্যা বেশি হওয়ার প্রতি

←

-সহীহ বুখারী (১৩২৯)।

[১] «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ»

"যে মসজিদে জানাযার নামায পড়বে তার কোনো সাওয়াব হবে না।"

-(হাসান) সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫১৭), মুসনাদে আহমাদ (৯৭৩০), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (১২০৯৭), মুসনাদে আবি দাউদ-তায়ালিসী (২৪২৯), শরহু মাআনিল আছার ১/৩১৭, হাদীসটির অধিকাংশ বর্ণনা এরূপই। একটি বর্ণনায় **لا شيء عليه** উল্লেখ হয়েছে; যা শায। আর সালেহ বিন নাবহান এ সনদে ইখতেলাতমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য রাবী। দ্র. আল-কামিল ৫/৮৫, আলকাশিফ ৩/১৬, যাদুল মাআদ ১/৪৮২।

সাহাবা কেরাম এ হাদীস মোতাবেক আমল করতেন। সালেহ ইবনে নাবহান রাহ. নিজের দেখা ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

«أدركت رجالا ممن أدركوا النبي ﷺ وأبا بكر، إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد، رجعوا فلم يصلوا»

-মুসনাদে আবু দাউদ-তায়ালিসী (২৪২৯), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (১২০৯৭)।

[২] «قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ».

→

গুরুত্ব দিয়েছেন।[১]
খাটিয়া সামনে রেখে মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর একটু পিছিয়ে দাঁড়াতেন।[২] রুকূ ও সেজদা ব্যতীত চার তাকবীরে জানাযা

←
"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন কাতার মানুষ যার জানাযা পড়লো, তার জন্যে (জান্নাত) অনিবার্য হয়ে গেলো।"

-(হাসান) সুনানে তিরমিযী (১০২৯), সুনানে আবূ দাউদ (৩১৬৬), মুসনাদুর রুয়ানী (১৫৩৭)।

[১] «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ».

"যে কোনো মাইয়েত, যার জানাযা মুসলমানদের একটি দল পড়বে যারা সংখ্যায় একশজন হবে, (এবং) তারা সকলে তার জন্যে সুপারিশ করবে তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।"

-সহীহ মুসলিম (৯৪৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৯৮), সুনানে কুবরা নাসাঈ (১৯৮৬)।

[২] «عَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا».

"সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এক মহিলার জানাযা পড়েছি, যে নেফাসে মারা গিয়েছে। তখন নবীজী তার খাটিয়ার মাঝামাঝি
→

←
দাঁড়িয়েছেন।”

-সহীহ বুখারী (১৩৩২), সহীহ মুসলিম (৯৬৪), ফাতহুল বারী-ইবনে হাজার ৩/২৪৮।

‘ওয়াসতুন’ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাঝে বুকও অন্তর্ভুক্ত। দ্র. আলমাবসূত ৩২/১০৫। পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা বরাবর দাঁড়ানোর কথাও বর্ণিত হয়েছে।

«عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ وَجِيءَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ».

“আনাস রা. এর নিকট এক পুরুষের জানাযা নিয়ে আসা হলো, তিনি খাটিয়ার মাথার দিকে দাঁড়ালেন। পরবর্তীতে এক মহিলার জানাযা নিয়ে আসা হলো, তিনি আগের তুলনায় একটু নীচের দিকে খাটিয়ার কাছে দাঁড়ালেন। তখন ‘আলা বিন যিয়াদ আনাস রা.কে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।”

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১১৬৬৪), সুনানে বায়হাকী ৪/৩৩।

قَال الإمامُ العَيْنِيُّ: «وَالْإِجْمَاع قَائِم على أَنه لَا يقوم ملاصقا للجنازة، وَأَنه لَا بُد من فُرْجَة بَينهمَا».

-উমদাতুল কারী ৮/১৯৭।

পড়তেন।[১] শুধু প্রথম তাকবীর বলার সময় হাত তুলতেন।[২] জানাযার নামাযের রাকআতগুলোতে আল্লাহ তাআলার হাম্দ-ছানা, দরূদ ও দুআ পড়তেন।[৩] জানাযার নামাযে কিরাআত

---

[১] «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا».

"যেদিন নাজাশী মারা গেলেন সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর সংবাদ জানালেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশে বের হলেন। এরপর তাদেরকে কাতারে দাঁড় করালেন এবং চারটি তাকবীর বললেন।"

-সহীহ বুখারী (১২৪৫, ১৩১৮), সহীহ মুসলিম (৯৫১)। দ্র. মুসতাদরাকে হাকেম (১৪২৪, ১৪২৩), ফাতহুল বারী ৭/৩৮৮।

[২] «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে তাকবীর বললেন। প্রথম তাকবীরে তিনি হাত তুললেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।"

–(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (১০৭৮), সুনানে দারা কুতনী (১৮৩১) ২/৪৩৮। দ্র. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৬৩৬৩)।

[৩] «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».

→

পড়তেন না।[১]

←

"যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে তখন তার জন্যে একনিষ্ঠভাবে দোয়া করবে।"

-(হাদীস সহীহ) আবূ দাউদ (৩১৯৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩০৭৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৯৭), সুনানে বায়হাকী ৪/৪০

জানাযার মূল উদ্দেশ্য হলো, দুআ করা। আর দুআর সুন্নাত পদ্ধতি হলো, হামদ ও সালাতের পর দুআ করা।

«إذا صَلَّى أحَدُكُم فليَبْدأ بتَمْجيدِ رَبِّه والثَّناءِ عليه، ثم يُصَلِّي على النبيِّ ﷺ، ثم يدعو بعدُ بما شاءَ».

"কেউ যখন নামায পড়ে (এবং তাশাহহুদে দুআ করে) সে যেন তাঁর প্রতিপালকের বড়ত্ব ও প্রশংসা দিয়ে শুরু করে। এরপর নবীর নামে দরূদ পড়ে। এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে।"

-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১৪৮১), সুনানে তিরমিযী (৩৪৭৭)।

[১] «عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْجَنَازَةِ قِرَاءَةٌ»

"হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার নামাযে কোনো কিরাআত নেই।"

-(সহীহ) আলআউসাত ৫/৪৮৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১১৫২২)।

«إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ».

"আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. জানাযার নামাযে কিরাআত পড়তেন না।"

→

←

-(সহীহ) মুয়াত্তা মালেক (৭৭৭), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১২৫২২)।

«عن عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﷺ: لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا عَلَى الْجَنَازَةِ قَوْلٌ وَلَا قِرَاءَةٌ»

-আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী, (৯৬০৪, ৯৬০৬)।

ইমাম নূরুদ্দীন হায়ছামী রাহ. বলেন,

«رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح»

-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৩২।

নবীজী ﷺঅনেকেরই জানাযা পড়েছেন। এবং তাঁর নামাযের বিবরণও অনেক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু কোথাও কিরাআত পড়ার আবশ্যকীয়তা সুস্পষ্টভাবে সহীহ সনদে উল্লেখ হয়নি। বরং একাধিক সাহাবা রা. থেকে কিরাআত না পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে।

কোনো কোনো সাহাবী থেকে সূরা পড়ার কথা বর্ণিত হলেও তা কিরাআত প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা তারা সূরা পড়েছেন দুআ হিসেবে; কিরাআত হিসেবে নয়।

ইমাম আবু জাফর তহাবী রাহ. বলেন,

يحْتَمل أَن يكون قراءتهم لَهَا على وَجه الدُّعَاء لَا التِّلَاوَة.

সাহাবাদের মধ্যে যাঁরা জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন, তাঁরা দুআ হিসেবে পড়েছেন; কিরাআত হিসেবে নয়।"

→

সাহাবা কেরাম নবীজী ﷺ থেকে নামায শিখেছেন। তাঁরা নামাযের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন তা এরূপ–

প্রথম তাকবীরের পর ছানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দুআ করতেন ।[১] হাদীসে একাধিক দুআ বর্ণিত হয়েছে। নবীজী ﷺ এ দুআটিও পড়তেন,[২]

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا

←

-মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ১/৩৯৩।

[১] عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ، أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ...»

"মাকবুরীর সূত্রে, তিনি আবু হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কীভাবে জানাযার নামায পড়ব? আবু হুরায়রা রা. বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে জানাব। আমি ঘর থেকে জানাযার অনুসরণ করি। এরপর যখন (নামাযের জায়গায়) রাখা হয় তখন আমি তাকবীর বলি ও আল্লাহর হামদ পড়ি এবং নবীজীর নামে দুরূদ পড়ি। এরপর বলি, আল্লাহুম্মা..."

-(সহীহ) মুয়াত্তা মালেক (৭৭৫), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১১৪৯৫, ১১৪৯৪)।

[২] সুনানে তিরমিযী (১০২৫), সুনানে আবূ দাউদ (৩২০১)।

فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ».

ছোট বাচ্চার জানাযায় নবীজী ﷺ তার পিতা-মাতার জন্য দুআ করতেন।[১] হাদীসে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নের দুআটিও পড়া যাবে-

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَاجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا»[২]

দুআ পড়ে দুই সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন।[৩]

---

[১] «وَالسِّقْطُ يُصَلّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»

"(মৃত) ছোট শিশুর জানাযা পড়া হবে। তার মাতা-পিতার উপর মাগফিরাত ও রহমাতের দুআ করা হবে।"

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৩১৮০), মুসনাদে আহমাদ (১৮১৭৪)

[২] জামি' সুফিয়ান ছাওরী দ্র. সুনানে বায়হাকী ৪/৯-১০, আততালখীছুল হাবীর ৩/১২১৩।

[৩] «ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ»

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.বলেন, তিনটি বিষয় এমন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, কিন্তু লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে একটি হলো নামাযের সালামের মত জানাযার নামাযে সালাম ফেরানো।"

-(হাসান) সুনানে বায়হাকী ৪/৪৩, আলমুজামুল কাবীর ১০/৮২ (১০০২২)।

প্রিয় পাঠক,

এই হলো বিভিন্ন উপলক্ষে নবীজী ﷺ এর আদায়কৃত নামাযের বিবরণ। এছাড়া তিনি আরও নামায আদায় করেছেন। পড়েছেন নফল নামায প্রতিনিয়ত, দিবা-রাত্র।

নবীজী ﷺ এর নামাযের বাহ্যিক আকার, ইঙ্গিত ও নিয়ম-কানুন এখানে তুলে ধরলাম। কিন্তু নামাযে নবীজী ﷺ এর দিলের হালাত কেমন হতো, কীভাবে আল্লাহ তাআলার সাথে মুনাজাত করতেন- তার বর্ণনা আমার সাধ্যের বাইরে।

শুধু এটুকুই বলতে পারি, নামাযেই নিহিত ছিলো নবীজী ﷺ এর তৃপ্তি ও রাহাত। নামাযের মাধ্যমেই তিনি প্রকাশ করতেন দাসত্ব ও আব্‌দিয়াত। নামায থেকেই গ্রহণ করতেন শক্তি ও হিম্মাত। নামাযই ছিলো নবীজী ﷺ এর শেষ অসিয়াত।

নবীজী ﷺ এর প্রেম ও আদর্শে গড়ে উঠুক আমাদের জীবন। আমীন॥

জ্ঞাতব্য:

নবীজী ﷺ এর নামাযের বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজনে বহু কিতাবের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধৃত হাদীসের শব্দ প্রথমে উল্লেখিত কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে।

কোনো কোনো স্থানে হাদীসের মূলশব্দ ঠিক রেখে সংক্ষেপ করা হয়েছে। মাওকূফ হাদীসের ক্ষেত্রে শুরুতে সাহাবী/ তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মারফূ হাদীসের ক্ষেত্রে কোথাও নবীজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও সংক্ষেপনের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

নিম্নে উদ্ধৃত কিতাবসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হলো:

১. কিতাবুল আছার/ ইমাম আবূ হানিফা রাহ. (১৫০হি.) "মুহাম্মাদ রাহ. (১৮৯হি.) কৃত বর্ণনা" প্রকাশনা: দারুন নাওয়াদের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া (তাহকীক: আবুল ওয়াফা আফগানী রাহ.)

২. জামি' সুফিয়ান ছাওরী/ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ. (১৬১হি.)

৩. মুয়াত্তা/ ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.)/ তাহকীক: মুস্তফা আ'যমী

৪. আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা/ ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.)/ প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত

৫. কিতাবুল হুজ্জাহ/ ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. (১৮৯হি.)/ প্রকাশনা: আলামুল কুতুব

৬. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক/ ইমাম আবূ বকর আবদুর রাযযাক সান্আনী (২১১হি.)/ তাহকীক: শায়েখ হাবীবুর রহমান আ'যমী রাহ.

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা/ ইমাম আবূ বকর বিন আবী শায়বা রাহ. (২৩৫হি.)/ তাহকীক: শায়েখ মুহাম্মাদ আওওয়ামা হাফিযাহুল্লাহু

৮. মুসনাদে আহমাদ/ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহ. (২৪১হি.) প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা

৯. মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ/ আব্দ ইবনে হুমাইদ রাহ. (২৪৯হি.)

১০. সহীহ বুখারী/ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী রাহ. (২৫৬হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হাযম

১১. জুযউ রাফউল ইয়াদাইন/ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী রাহ. (২৫৬হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হাযম

১২. সহীহ মুসলিম/ ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ রাহ. (২৬১হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হাযম

১৩. সুনানে ইবনে মাজাহ/ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ কাযবীনী রাহ. (২৭৩হি.)/ প্রকাশনা: আলমাকতাবাতুত্ তাওফীকিয়্যাহ

১৪. সুনানে আবূ দাউদ/ ইমাম আবূ দাউদ বিন সুলাইমান

রাহ. (২৭৫হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হায্ম

১৫. কিতাবুল মারাসিল/ ইমাম আবূ দাউদ বিন সুলাইমান রাহ. (২৭৫হি/ প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা

১৬. সুনানে তিরমিযী/ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা তিরমিযী রাহ.(২৭৯হি.) প্রকাশনা: দারু ইবনে হায্ম

১৭. মুসনাদে বাযযার/ ইমাম আবূ বকর আহমাদ বিন আমর বাযযার রাহ. (২৯২হি.) প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

১৮. সুনানে নাসাঈ/ ইমাম আহমাদ বিন শুআইব নাসাঈ রাহ. (৩০৩হি.) প্রকাশনা: দারুল ফাজ্র লিততুরাস

১৯. মুসনাদে আবু ইয়া'লা/ আবু ইয়ালা (৩০৭হি.) প্রকাশনা: দারুল কিবলা

২০. মুসনাদুর রুয়ানী/ আবু বকর মুহাম্মাদ রুয়ানী রাহ. (৩০৭হি.)/ প্রকাশনা: মুআসসাসাতু কুরতুবা কায়রো

২১. তাহযীবুল আছার/ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (৩১০হি.)

২২. মুসনাদে সার্‌রাজ/ আবুল আব্বাস আসসার্‌রাজ (৩১৩হি.)/ প্রকাশনা: ইদারাতুল উলূম আলআছারিয়্যাহ, পাকিস্তান

২৩. আলআউসাত/ ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৮হি.)/ প্রকাশনা: দারুল ফালাহ

২৪. শরহু মাআনিল আছার/ ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী রাহ. (৩২১হি.)/ মুহাম্মাদ আইয়্যুব মাযাহেরীকৃত নুসখা

২৫. সহীহ ইবনে খুযায়মা/ ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রাহ. (৩৩১হি.)/ মুস্তফা আ'যমী

২৬. সহীহ ইবনে হিব্বান/ হাফেয আবূ হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান রাহ. (৩৫৪হি.) প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা

২৭. আলমু'জামুল কাবীর/ হাফেয আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমাদ তাবারানী রাহ. (৩৬০হি.) প্রকাশনা: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া

২৮. আলমুজামুল আউসাত/ হাফেয আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমাদ তাবারানী রাহ. (৩৬০হি.)/ প্রকাশনা: দারুল হারামাইন

২৯. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা/ ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. (৩৭০হি.)/ প্রকাশনা: দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া বৈরুত

৩০. আলকামিল ফীয যুআফা/ হাফেয আবু আহমাদ ইবনে আদী জুরজানী রাহ. (৩৬৫হি.)/ প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৩১. সুনানে দারাকুতনী/ হাফেয আবুল হাসান আলী বিন উমার দারাকুতনী রাহ. (৩৮৫হি.) প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা

৩২. মুসতাদরাকে হাকেম/ হাফেয আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী রাহ. (৪০৫হি.) প্রকাশনা: দারুল মারিফাহ ও দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৩৩. আততাজরীদ/ ইমাম আবুল হুসাইন আহমাদ কুদূরী রাহ. (৪২৮হি.) প্রকাশনা: দারুস সালাম কায়রো

৩৪. আলমুহাল্লা/ ইমাম ইবনে হায্ম রাহ. (৪৫৬হি.)/ তাহকীক: শায়েখ আহমাদ শাকের রাহ. প্রকাশনা: মাকতাবাতু দারিত তুরাছ ও দারুল হাদীস

৩৫. সুনানে বায়হাকী/ ইমাম আবূ বকর আহমাদ বায়হাকী রাহ. (৪৫৮হি.) প্রকাশনা: দারুল ফিক্র

৩৬. আলমাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা/ ইমাম আবূ বকর আহমাদ বায়হাকী রাহ. (৪৫৮হি.)/ প্রকাশনা: দারুল খুলাফা, কুয়েত

৩৭. আততামহীদ/ ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.)/ প্রকাশনা: ওয়াযারাতুল আওকাফ মরক্কো

৩৮. আলইস্তিযকার/ ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.)/ প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া

৩৯. শরহুস সুন্নাহ/ মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বাগভী রাহ. (৫১৬হি.)/প্রকাশনা: আলমাকতাবুল ইসলামী বৈরুত

৪০. আল আহাদীস আল মুখতারা/ জিয়াউদ্দীন মাকদিসী রাহ. (৬৪৩হি.)/ প্রকাশনা: দারু খাবীর

৪১. আলমাব্সূত/ ইমাম সারাখসী রাহ. (৪৮৩হি.)/ প্রকাশনা: মাকাতাবা রশিদিয়া

৪২. আলকাশিফ/ ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. (৭৪৮হি.)/ প্রকাশনা: দারুল মিনহাজ

৪৩. যাদুল মাআদ/ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. (৭৫১)/ প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা

৪৪. আননাকদুস সহীহ/ ইমাম সালাহুদ্দীন আলাঈ রাহ. (৭৬১হি.)/ তাহকীক: আবদুর রহমান মুহাম্মাদ আহমাদ

৪৫. তারহুত তাছরীব/ যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হি.) প্রকাশনা: আততাবাআতুল মিসরিয়্যাহ

৪৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ/ ইমাম নূরুদ্দীন হায়ছামী রাহ. (৮০৭হি.)/ কায়রো

৪৭. ফাতহুল বারী/ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (৮৫২হি.)/ প্রকাশনা: মাকতাবাতুস সফা

৪৮. আলকওলুল মুসাদ্দাদ ফীয যাব্বি আন মুসনাদি আহমাদ/ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (৮৫২হি.)/ প্রকাশনা:

৪৯. নুখাবুল আফকার/ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. (৮৫৫হি.)/ কদীমী কুতুবখান, করাচী

৫০. উমদাতুল কারী/ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ.

(৮৫৫হি.) প্রকাশনা: মাকাতাবা রশিদিয়া

৫১. নায়লুল আওতার/ মুহাম্মাদ বিন আলা আশশাওকানী রাহ. (১২৫০হি.) প্রকাশনা: দারুল হাদীস

৫২. রদ্দুল মুহতার/ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২) প্রকাশনা: এইচ এম সাঈদ

৫৩. ইলাউস সুনান/ আল্লামা যফার আহমাদ উসমানী থানভী রাহ. (১৩৯৪হি.) প্রকাশনা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ

৫৪. মাআরিফুস সুনান/ আল্লামা ইউসুফ বানূরী রাহ./ আলমাকাতাবাতুল আশরাফিয়াহ

৫৫. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায/ মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব/প্রকাশনা: উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ, দারুল উলূম হাটহাজারী

হাদীসের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত করণার্থে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসের মান প্রকাশের জন্য নিম্নের শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে,

সহীহ, সনদ সহীহ, হাদীস সহীহ, হাসান, সনদ হাসান, হাদীস হাসান, সলিহ।

মতভেদপূর্ণ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত উসূল ও দলিলের আলোকে অগ্রগণ্য মতকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত

হাদীসসমূহকে অস্বীকার করা বা বাতিল বলার সুযোগ নেই। আর 'হাদীস ও সুন্নাহ'র ক্ষেত্রে ভিন্নমতের আশ্রয় নিয়ে বিশৃঙ্খলা করা নিতান্তই গর্হিত কাজ হবে।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা. সুন্দরই বলেছেন, (সহীহ বুখারী)

أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟!

ইমাম মালেক রাহ. এর ঐতিহাসিক বাণী দাঈদের না জানার কথা নয়। তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা আবূ জা'ফরের প্রস্তাব (নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে শাখাগত বিভিন্নতা ও ইখতিলাফ মিটিয়ে এক পদ্ধতিকরণ) নাকচ করে বলেছিলেন,

فإن ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفراً

ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم .

(মুকাদ্দিমাতুল জারহি ওয়াত তাদীল)

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত সালাফি ভাইয়েরা আবূ জাফরের পথ অনুসরণ করে তার প্রস্তাব আজ বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

আশা রাখি, তারা সালাফের যুগের ইমাম মালেক রাহ. এর বাণীটি ভেবে দেখবেন। **জাফরী না হয়ে প্রকৃত অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করবেন।**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

লেখকের অন্যান্য কিতাব

প্রকাশিত

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায

নির্দেশনা: শায়খুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী দা. বা.

তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

প্রকাশনা: উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ, দারুল উলূম হাটহাজারী

পরিবেশনা: মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার

কিতাবের বৈশিষ্ট্য

এক নজরে আলোচ্য মৌলিক বিষয়বস্তু

- কাতার সোজা করার সঠিক পদ্ধতি
- ইকামাতের বাক্য দু'বার করে বলা সুন্নাহ
- নামাযে হাত বাঁধার পদ্ধতি ও স্থান
- মুকতাদী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না
- নামাযে আমীন নিম্নস্বরে বলা সুন্নাহ
- শুধু তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাহ
- কিয়াম থেকে সেজদায় যাওয়ার সুন্নাহ পদ্ধতি
- সেজদা থেকে দাঁড়ানোর পদ্ধতি
- ফজরের সুন্নাতঃ আদায়ের গুরুত্ব ও সময়
- জুমার আগে ও পরের সুন্নাত প্রসঙ্গ

কিতাবটির কিছু অনন্য দিক:

- 'হাদীসে জটিলতা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক শিরোনামে দীর্ঘ এক মূল্যবান সহজবোধ্য ভূমিকা
- 'প্রমাণাদি বিশ্লেষণ' শিরোনামে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস ও আছারসমূহ (মান নির্ণয়সহ) উল্লেখ
- বিপরীতমুখী হাদীসের সার্বিক ও মৌলিক সন্তোষজনক উত্তর প্রদান
- আলোচ্য বিষয়ের স্বপক্ষে সালাফীদের মান্যবর ইমাম ও আরব আলেমদের ফাতাওয়া উল্লেখ
- আলোচ্য বিষয়ে লা-মাযহাবী ও সালাফীদের মাঝে সংঘটিত মতভিন্নতার বিবরণ
- সর্বোপরি বর্তমান লা-মাযহাবী ও সালাফীদের অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা জবাবদানে নতুন আঙ্গিকে একটি ভিন্নধর্মী প্রামাণিক উপস্থাপনা

দরসুল ফিক্‌হ (১ম ও ২য় খণ্ড)

[গবেষণামূলক ফিক্‌হী প্রবন্ধ সংকলন]

সম্পাদনা: মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব

তত্ত্বাবধান: ফাতওয়া বিভাগ

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

প্রকাশিতব্য

خلاصة التحديث بأصول الحديث

مختصر جامع في أصول الحديث على منهج السلف المجتهدين

بقلم

عبد الله نجيب

خادم طلبة قسم التخصص في علوم الحديث

بالجامعة الأهلية دار العلوم هاتهزاري، شيتاغونغ

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো
আরও একটি বই

মূল্য: ১৫০ টাকা

مكتبة الاتحاد
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

design : print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389